NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নারী ও লৌকিকতা : প্রসঙ্গ সাঁওতালী কবিতা

১২৫-এ সুকুমার সেন : গুরুশিষ্য পরম্পরা ৮

কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৫ ১৬ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.3.2025, Vol.18, Issue No. 287 8 Pages, Price 3.00

১০ ঘণ্টায় ১৪টি আফটারশক

মৃত্যুপুরী মায়ানমার

মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ১৬০০

নেপিদ, ২৯ মার্চ: আফটার শকের ধাক্কায় ভূমিকম্প আতঙ্ক কাটছে না মায়ানমারে। শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে তছনছ হয়েছে দেশটি। শনিবার ফের কেঁপে উঠল বিধ্বস্ত অঞ্চল। রিখটার স্কেলে এদিনের কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৩। এর ফলে শুক্রবারের কম্পনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি শনিবার ভেঙে পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। আফটার শকের জেরে উদ্ধারকাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ পৌঁছনোও কঠিন হচ্ছে। এদিকে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মায়ানমার ও থাইল্যান্ড মৃত্যু হয়েছে ১৬০০-এর বেশি মানুষের। আহত প্রায় ৩০০০ জন।

নিখোঁজ ৩০ জন। দেশের বিস্তীর্ণ অংশে উদ্ধারকাজ চলছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে অন্যান্য দেশের কাছে সাহায্য চেয়েছে মায়ানমার। ভারত থেকে ১৫ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে শনিবার সকালেই মায়ানমারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বিমান।

শুক্রবার সকাল থেকে পর পর ১৫ বার কেঁপেছে ভারতের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশটির মাটি। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। তার পরে ১০ ঘণ্টার মধ্যে ১৪টি 'আফটারশক' অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্প তছনছ করে দিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবচেয়ে শক্তিশালী 'আফটারশক'টি হয়। রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৬.৭। উভয়ক্ষেত্রেই কম্পনের উৎসস্থল ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই দুই কম্পনে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর পর বাকি 'আফটারশক'গুলি আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ১১.৫৬ মিনিটেও এক বার ভূমিকম্প হয়েছে মায়ানমারে। তার তীব্রতা ছিল ৪.২। আফটারশকগুলি উদ্ধারকাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

মায়ানমারের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডও। সেখানকার রাজধানী শহর ব্যাঙ্ককে নির্মীয়মাণ ৩০ তলা ভবন ভেঙে পড়েছে জোরালো কম্পনের ফলে। সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবারই মায়ানমার এবং তাইল্যান্ডের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, সাধ্যমতো সমস্ত সাহায্য করতে প্রস্তুত ভারত। এ বিষয়ে তিনি বিদেশ মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, শনিবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের হিন্ডন বায়ুসেনা স্টেশন থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার সি১৩০জে বিমান মায়ানমারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তাতে অন্তত ১৫ টন ত্রাণসামগ্রী রয়েছে। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মায়ানমারে পাঠানো হয়েছে খাবার, কম্বল, তাঁবু, ঘুমানোর সামগ্রী (স্লিপিং ব্যাগ), সোলার ল্যাম্প, জল পরিশোধক এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র।

ভূমিকম্পে মায়ানমারে দু'টি সেতু ভেঙে গিয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছিল সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। মান্দালয় শহর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে একটি মসজিদ ভেঙে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ভেঙেছে একাধিক বাড়ি। রাতে জুন্টা প্রধান মিন আং লাইং মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'অনেক এলাকায় এখনও বাড়ি ভেঙে পড়ে রয়েছে। উদ্ধারকাজ চলছে। আমরা সাধ্যমতো উদ্ধারকাজ চালাচ্ছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্যও আবেদন জানাচ্ছি।' গৃহযুদ্ধে দীর্ণ মায়ানমারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুন্টা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেই সমস্ত এলাকায় ভূমিকম্পের ফলে কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি বলেই মনে করা হচ্ছে। দেশের অন্তত ছ'টি প্রদেশে শুক্রবার জরুরি অবস্থা জারি করেছে জুন্টা সরকার।

সেনা সরকারের প্রধানকে ফোন মোদির, গেল ১৫ টন ত্রাণ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মায়ানমারের পাশে ভারত। সে দেশের সেনা (জুন্টা) সরকারের প্রধানকে ফোন করে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পড়শি দেশ মায়ানমারের পাশে দাঁড়াতে ইতিমধ্যেই 'অপারেশন ব্রহ্ম' চালু করেছে ভারত। অন্তত ১৫ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মায়ানমারে পৌঁছেছে ভারতীয় বায়ুসেনার সি১৩০জে বিমান। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে খাবার, কম্বল, তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, সোলার ল্যাম্প, জল পরিশোধক এবং গুরুত্বপূর্ণ ওষুধপত্র। শনিবার মোদি নিজেই মায়ানমারের সামরিক সরকারের প্রধানের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের কথা জানান। সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেল এইচই মিন আউং হ্লাইংয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। ভয়াবহ ভূমিকম্পে বহু মানুষের প্রাণহানি হওয়ায় আমাদের গভীর সমবেদনার কথা তাঁকে জানিয়েছি।' একই সঙ্গে মোদি লেখেন, 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসাবে ভারত এই কঠিন সময়ে মায়ানমারের মানুষের পাশে রয়েছে।' বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানান, ভয়ংকর ভূমিকম্পের পর মায়ানমারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত শুরু হয়েছে অপারেশন ব্রহ্ম। মায়ানমারে থাকা ভারতের রাষ্ট্রদূত নিজে ত্রাণ হস্তান্তরের বিষয়টি দেখছেন। মায়ানমার প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, মায়ানমারের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমরা মায়ানমারের প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছি। মায়ানমারে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় কোনও ভারতীয়র হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের তরফ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি ফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। যা হল, '৯৫-৯৫৪১৯৬০২।'

ইদ, রামনবমীতে অশান্তির 'ষড়যন্ত্র', রাজ্যবাসীকে সতর্ক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে দু'টি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। তার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি বাধানোর চেষ্টা চলছে। গন্ডগোল বাধানোর 'ষড়যন্ত্র'ও চলছে বলে রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার বার্তা দিল রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ।

শনিবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবারই হাওড়ার শ্যামপুকুর থানায় দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিও বেশ গুরুতর। পুলিশের দাবি, অশান্তি বাধানোর চেষ্টা করছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। মামলা দায়ের হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ (১) (বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা তৈরি করা), ২৯৯ (এমন কোনও দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করা যাতে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে), ৩৫৩ (১) ও (২) (সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে উস্কানি দেওয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, শত্রুতা ও হিংসার বাতাবরণ তৈরি করা) এবং ৬১(২) (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারায়। এ বিষয়ে জাভেদ বলেন, 'আগামী ১০ দিন রাজ্যের ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইদ, রামনবমী, বাসন্তী পুজো-সহ নানা ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। তাই আমরা এই ক'দিন সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছি। সকলে সচেতন থাকুন। কোনও রকম প্ররোচনায় পা দেবেন না। কাউকে কোনও রকম গন্ডগোল বাধাতে দেখলেই আমাদের জানান।' রাজ্য পুলিশের আবেদন, উৎসবের আবহে কেউ যেন কোনও রকম গন্ডগোল, অশান্তি না-বাধাতে পারেন। রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে যে কোনও মহল থেকে এমন কিছু পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এবং সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়। এমন কিছু পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানোর পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে। রয়েছে ধর্মীয় সম্পত্তি নষ্টের পরিকল্পনাও। এর পরেই পুলিশের সমস্ত বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে গোয়েন্দা বিভাগও।' পাশাপাশি জাভেদ বলেন, 'পুলিশ এ নিয়ে সচেতন রয়েছেই, কিন্তু এই মুহূর্তে শান্তিরক্ষায় সব চেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে জনতার। তাই তাঁরা যেন সচেতন থাকেন। সমাজমাধ্যমে কোনও ভুয়ো গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। কেউ কোনও রকম উস্কানিমূলক প্ররোচনায় পা দেবেন না।' একই মর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৈরি রয়েছে কলকাতা পুলিশও। যাঁরা কোনওরকম অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ।

কাঁথিতে সমবায় ভোটে হাতাহাতি তৃণমূল ও বিজেপিতে, উত্তেজনা

'আক্রান্ত' অখিল গিরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঁথির কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট ঘিরে এলাকায় ঝামেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শনিবার। কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ের সামনে ভোটারদের ধরে টানাটানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে বিজেপি-তৃণমূলের কর্মীরা। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে কাঁথির কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। তার কিছু পরেই কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের সামনে ভোটারদের থেকে পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তোলে বিজেপি। বিজেপির দাবি, বুথে যাওয়ার পথে বিরোধী দলের ভোটারদের পরিচয়পত্র কেড়ে নিচ্ছে তৃণমূল। এমনকি বিজেপির ক্যাম্পে ঢুকে তৃণমূলের লোকেরা হামলাও চালিয়েছেন বলে অভিযোগ। এর জেরেই ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দলের কর্মীরা। তৃণমূল নেতা তথা কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরিকেও বিজেপির ক্যাম্পের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায়। যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা তাঁকে শান্ত করে এলাকা থেকে সরিয়ে দেন।

এদিকে, নিজের কেন্দ্র রামনগরেই পুলিশের হাতে 'হেনস্থা'র শিকার হলেন তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি। ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রাক্তন মন্ত্রী। ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে অখিলকে পিছন দিকে চেপে ধরে সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে র‍্যাফ বাহিনীকে। বিধায়কও নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন।

তার জেরেই ধস্তাধস্তি! পরে পুলিশ-র‍্যাফের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে অখিলকে।

অখিলের পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনার পর সেখানে বিক্ষোভ দেখান বিধায়কের অনুগামীরা। ছিলেন অখিলও। তিনি বলেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে ভোটারদের কার্ড দেওয়া হয়েছে। আধার কার্ডের প্রতিলিপি নিয়ে আগেও অনেকে ভোট দিয়েছেন। পুলিশ ভোটারদের বাধা দিচ্ছিল বলেই তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। আমি আহত হয়েছি।'

রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে অগ্নিগর্ভ নেপালে মৃত ২, ধৃত বহু, সেনা টহল

কাঠমান্ডু, ২৯ মার্চ: রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ঘিরে তিন সপ্তাহের ব্যবধানে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল নেপাল। শনিবার রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ সংলগ্ন এলাকায় রাজা জ্ঞানেন্দ্রের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু এবং শতাধিক মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার জেরে অচল হয়ে পড়েছে দেশের বিস্তীর্ণ অংশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন শহরে কার্ফু ও সেনা টহল চলছে শনিবারও। পুলিশের অভিযোগ, শুক্রবার প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনকারীরা একাধিক সরকারি ভবন ভাঙচুরের পাশাপাশি যানবাহন, বিভিন্ন শপিং মল ও দোকানে অগ্নিসংযোগও করে। তাঁদের অনেকেই সশস্ত্র ছিলেন। নতুন সংবিধান কার্যকরের সময় লুপ্ত হয়ে যাওয়া রাজতন্ত্র এবং 'রাজধর্ম' ফেরানোর দাবি তোলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এবং বিরোধী দলনেতা প্রচণ্ডের বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এক ভিডিয়োবার্তায় দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য নেপালবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্র। তার পরেই তাঁর প্রতি অভূতপূর্ব সমর্থনের ঢল নেমেছে। রাজতন্ত্রের সমর্থক রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির পাশাপাশি গণতন্ত্রপন্থী নেপালি কংগ্রেসের সমর্থকদের একাংশও 'প্রতীকী রাজতন্ত্রের' প্রত্যাবর্তন চাইছেন। এই আবহে শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড পুষ্পকমল দহাল পাল্টা রাজতন্ত্র বিরোধী সভা করে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই অশান্তি ছড়ায় বলে অভিযোগ। নেপালে নতুন করে অশান্তির শুরু চলতি মাসের গোড়ায়। নেপালের পশ্চিমাঞ্চল সফর শেষ করে জ্ঞানেন্দ্র কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর পরে। তাঁকে স্বাগত জানাতে সে দিন হাজির ছিলেন বিপুলসংখ্যক সাধারণ নাগরিক। সেখানে স্লোগান ওঠে 'আমরা আবার রাজতন্ত্র চাই'। জ্ঞানেন্দ্রকে আবার রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে দেওয়ার দাবিও ওঠে। সেই সঙ্গে দাবি তোলা হয় নেপালকে আবার 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণার। সে দিনই পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের একপ্রস্ত বাগবিতণ্ডা হয়েছিল।

শহরে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহু চর্চিত বিলেত সফর শেষ করে রাজ্যে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরের বাইরে তৃণমূলকর্মীদের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে উচ্ছ্বসিত। স্লোগান ওঠে , 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ!' আসাযাওয়া ও লন্ডনে থাকা শেষে ৮ দিন পর মুখ্যমন্ত্রী শহরে ফিরছেন। ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের দেখে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর গাড়িতে উঠে চলে যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজের আমন্ত্রণেই ছিল এই সফর। তবে এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল আরও কর্মসূচি। গত শনিবার রাতে ৮টা ২০-র দমদম বিমানবন্দর থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব, ডাইরেক্টর অফ সিকিওরিটি পীযূষ পাণ্ডে। এছাড়া ছিলেন ডব্লুউবিটিসি-এর অফিসাররা এবং বাংলার শিল্পপতিরা। কলকাতায় নামার পর বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ধরে রওনা হয়ে যান মমতা। দীর্ঘ বিমানযাত্রার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আর কথাবার্তা বলেননি তিনি।

৭ জেলায় জারি হল তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যালেন্ডারে এখন ভরা বসন্তকাল। চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ হয়েছে সবে। কিন্তু কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া জানান দিচ্ছে, বসন্ত চলে গিয়েছে। এসেছে গনগনে গ্রীষ্ম। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর মধ্যেই অনেক জায়গায় তাপমাত্রার পারদ ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবারের পর শনিবার তাপপ্রবাহ জারি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। এ ছাড়া, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও গরমের অস্বস্তি জারি থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় গাঙ্গেয় বঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। আরও অন্তত তিন দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন থেকে চার ডিগ্রি বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সুধী নাগরিকবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে, 'কায়কল্প সদন নার্সিংহোম'-এর মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তনের জন্য আগামী, ০৩/০৪/২০২৫ তারিখ থেকে নার্সিংহোমের কর্মসূচী বন্ধ থাকবে। নদীয়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের পুনরায় আদেশনামা মোতাবেক পরবর্তী নার্সিংহোমের কর্মসূচী চালু করা হবে।

রীনা সরকার
পক্ষে অর্চনা সরকার
কায়কল্প সদন নার্সিংহোম

NOTICE

My client **Biswajit Majumdar** son of Bidhan Chandra Majumdar purchased a piece of land about four cottahs in L. R. Dag No. 1338, L. R. Khatian No. 2067, Mouza – Natagarh, 24 Parganas (North) vide Deed No. 1438 dated 25/02/2025 registered at A.D.S.R.O. Sodepur from legal heirs of Sripada Mitra namely, Shyamal Kumar Mitra, Sitangshu Kumar Mitra, Rita Chatterjee, Lily Ghosh, Krishna Mitra, Sudeshna Mitra and Amites Mukhopadhyaya through power of Attorney given to Shiladitya Mondal by them vide Deed No. 6921 dated 23/09/2024 registered at A.D.S.R.O., Sodepur and has applied for mutation of that land vide Case No. MN / 2025 / 1509 / 7481. Any person having any claim / objection against that mutation may contact at 0 / 0 BL & LRO, Sodepur, or undersigned with supporting documents within seven days from publication of this notice, otherwise claim / objection of such persons (s) will be deemed waived / abandoned.

Tanusree Bhanja, Advocate
F/2977/2761/2022, Barrackpore Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী শঙ্কর কুমার সরকার পিতা ৺শশধর সরকার, সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, মগরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয় বিগত ইং ১৬/০৬/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5579/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদিগকে **(১)শ্রী অপূর্ব প্রামানিক** পিতা শ্রী নবদ্বিপ প্রামানিক, সাকিম গোপালপুর শিবতলা, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩ ও **২)শ্রী বিমল হালদার** পিতা ৺কার্ত্তিক হালদার, সাকিম ত্রিবেণী রেলগেট কলোনী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি/করিয়াছি। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, ২৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩৩৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ২১৭ তথা হাল এল.আর ২৯১ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০.৩৮০৯ অংশে ০৮ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

১)শ্রী অপূর্ব প্রামানিক
২)শ্রী বিমল হালদার
আমমোক্তারদ্বয়

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে মার্চ, ১৬ ই চৈত্র। নবরাত্রি শ্রীশ্রী দুর্গা, মা অন্নপূর্ণা, মা বাসন্তী র শুভারম্ভ, প্রতিপদ তিথি। রবি বার। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ শ্রীশ্রী বাসন্তী মা অন্নপূর্ণা, চৈত্র দুর্গা নবরাত্রি শুভারম্ভ, প্রতিপদ তিথি মুহূর্ত। সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, থানা- রাণাঘাট অধীন ১৫৪ নম্বর সাটিগাছা মৌজার সাবেক ৭২ এল.আর. ২৪ নম্বর বর্তমানে ২৪৫ নম্বর খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ৪৪৫, এল.আর. ৪৪৫/৬৮৯ নম্বর দাগে ২০ শতক জমির বাবদে রাধারাণী পাল সহ আরো ৯ জন বিগত ইংরাজী ২৮/১২/১৯৯৫ তারিখে চরণ কুমার পালকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ২১৫ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বলে চরণ কুমার পাল সকলের পক্ষে মাঠপাড়া সাটিগাছা নিবাসী গোবিন্দ কিশোর রায়কে ০৩.৮০০ একর জমি বিগত ইংরাজী ২৪/০৪/১৯৯৬ তারিখে বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করেন। তৎপর উক্ত গোবিন্দ কিশোর রায় মারা গেলে তৎত্যক্ত ০৩.৮০০ একর জমি তাঁহার ওয়ারেশগন প্রাপ্ত হয়েন। গোবিন্দ কিশোর রায়ের ওয়ারেশগন মধ্যে স্ত্রী কানন বালা রায় ২ কন্যা কাজল রেখা দাস ও কাকলী রায় বিগত ইংরাজী ২৯/০১/২০২৫ তারিখে দানপত্র দলিল মূলে অপর ওয়ারেশ মিন্টু রায়কে দান করেন। মিন্টু রায় দানপত্র দলিল মূলে উল্লিখিত জমি প্রাপ্ত হইবার পর রাণাঘাট ১ নম্বর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য MN/2025 /1313/2567 নম্বর কেস আনয়ন করে। উক্ত আমমোক্তার নামার বিরুদ্ধে ও আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিবস মধ্যে আমার নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট লিখিত ভাবে জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

দিলীপ কুমার মুখার্জ্জী
এ্যাডভোকেট
রাণাঘাট কোর্ট, নদীয়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

দেউচা-পাঁচামিতে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেউচা-পাঁচামিতে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সিউড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জানান, 'কয়লা খনির নামে যে টেন্ডার হয়েছে, তাতে কয়লা উত্তোলনের কথা উল্লেখ নেই, রয়েছে পাথর উত্তোলনের কথা।' এছাড়াও, বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায়, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও পিডিসিএলের ডিরেক্টর পিবি সেলিমকেও তীব্র আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা। মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নাকি পাট্টার নথি হারিয়ে ফেলেছে, ফলে জমির মালিক নন, এমন ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিজেপি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কয়লা খনির প্রস্তাব হতেই ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে বীরভূম জেলাশাসক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, দেউচা-পাচামি এলাকায় কেউ নতুন করে জমি ক্রয় করতে পারবেন না। তারপরও দেখা গেল ৫৩ জন বহিরাগত জমি কিনেছেন এবং সেই জমি সরকারের হাতে তুলে দিয়ে চাকরি নিয়েছেন। তিনি আরও জানান, মহম্মদবাজার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর পাট্টার খতাই হারিয়ে ফেলেছে। তা নিয়ে মহম্মদবাজার থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে। পাট্টার খাতা হারিয়ে দিয়ে পূর্ব-বর্ধমান-সহ বহিরাগতদের জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। দেউচা-পাচামিতে এমন ২৬ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, যাঁদের খনি এলাকায় জমিই নেই। জমির মালিক নন, এমন ব্যক্তিরাও চাকরি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের ভাই ও আত্মীয়।

শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা শাসক বিধান রায় ও সামিরুল ইসলাম এখানে নিয়োগ দুর্নীতি করেছেন। তার তথ্য আমি প্রকাশ করলাম। এই নিয়ে রাম নবমীর পর বৃহত্তর আন্দোলন করব আমরা।' স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগ, এই এলাকায় কয়লা খনি হলে প্রায় ২০টি গ্রামকে অন্যত্র সরাতে হবে, যেখানে কমপক্ষে ২১ হাজার মানুষের বসতি। শুধু বসতি নয়, খনি হলে ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলাভূমি, চারণভূমি। তাই প্রথম থেকেই ভিটেমাটি ছাড়তে নারাজ এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা।

হিন্দুত্ব নিয়ে কড়া বার্তা সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শুক্রবার হাওড়ার শিবপুরে কর্মসূচিতে অংশ নেন। এই কর্মসূচিতে তিনি হিন্দুত্বের গুরুত্ব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আদর্শ নিয়ে কড়া বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন, 'হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাজার বছর ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামো হিন্দুত্বের আদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারতে যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, ততদিনই এখানে বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বৈচিত্র্যের সহাবস্থান বজায় থাকবে। কিন্তু যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েছেন, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আর বহুত্ববাদ হারিয়ে গিয়েছে।' তিনি উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, 'হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতেই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতা বিদ্যমান।' তিনি আরও বলেন, 'যেখানে যেখানে হিন্দুর সংখ্যা কমেছে, সেখানে সন্ত্রাস ও মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা।' সুকান্ত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোট বিভক্ত হলেও, তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোটকে একত্রিত করতে চাইছে। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ফলেই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে, তা নিয়ে তৃণমূল সরকার নিরব। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।' সৌরভ গাঙ্গুলির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের সখ্যতা কী কারণে, তা জনগণ বুঝতে পারছে না। সৌরভকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, সেটিও ভাবার বিষয়।' তিনি আরও জানান, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। শাসকদলের মদতে প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে।' সুকান্ত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, 'অমিত শাহ যখন বিজেপিতে এসেছিলেন, তখন থেকেই তিনি দলের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংগঠনের প্রতি তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।' তিনি বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক লড়াই আদর্শের ভিত্তিতে। যারা আমাদের ভয় দেখাতে চায়, তাদের বলছি আমরা ভয় পাই না। আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।'

হিন্দি বছরের শেষ দিনে নতুন বছর কে আহ্বান করার জন্য হাজারটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বড় বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

কলকাতার রাস্তায় নজরদারিতে বসল ৩০০ এআই ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট ও মোড়ে বসানো হচ্ছে ৩০০টি অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (এআই) সিসিটিভি ক্যামেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্যামেরাগুলির বিশেষত্ব হল এগুলি চুরি করা যাবে না এবং নষ্ট করাও কার্যত অসম্ভব। কেউ যদি কোনওভাবে ক্যামেরা খুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে সংকেত পাঠাবে। এমনকি, ক্যামেরার ফুটেজ নষ্ট করলেও তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে লালবাজারের সার্ভারে। শহরের কোনও নির্জন রাস্তায় একাধিক ব্যক্তি একত্র হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজবে অ্যালার্ম। সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে ভেসে উঠবে সংশ্লিষ্ট এলাকার চিত্র। চুরি কিংবা নাশকতার উদ্দেশ্যে কেউ যদি ক্যামেরার লেন্স ঢাকার চেষ্টা করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হবে 'মোশন ডিটেক্টর' প্রযুক্তি। ফলে অপরাধীকে দ্রুত শণাক্ত করা যাবে। রাস্তায় কোনও সন্দেহভাজন গতিবিধি নজরে এলেই অ্যালার্মের মাধ্যমে পুলিশের নজরে আসবে। লালবাজারের সূত্রে জানা যাচ্ছে, 'এই প্রযুক্তি মূলত বিদেশের বিভিন্ন শহরে ব্যবহার হচ্ছে। কলকাতায় পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জায়গায় বসানো হচ্ছে। পরে আরও জায়গায় বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।' জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে শহরের ব্যস্ততম এলাকা যেমন ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট, শিয়ালদা, হাওড়া, গড়িয়াহাট-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এই ক্যামেরা বসানো হবে। ধাপে ধাপে গোটা শহরেই এই নজরদারি ব্যবস্থা চালু করতে চায় কলকাতা পুলিশ। নগরবাসীর অনেকেই পুলিশের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে কিছু প্রশ্নও উঠেছে। পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 'শুধুমাত্র অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেই এই ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না।' এই প্রযুক্তির ফলে কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে আরও মজবুত হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেই মনে করছে পুলিশ মহল।

হোগলা বনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকড়া কানট্রি ক্লাবের পাশেই হঠাৎ আগুন লাগে হোগলা বোনে। জানা যায়, আনুমানিক দুপুর দেড়টা থেকে ৩ টের মধ্যে আগুন লাগে। শুকনো হোগলা থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পথ চলতি ও আশপাশের মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান কানট্রি ক্লাবের কর্মী ও পাড়ার বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়েছে। দমকল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত করা হবে।

ব্লু লাইনে যুক্ত হল আরও দুটি অত্যাধুনিক মেট্রো রেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে যুক্ত হল আরও দুটি অত্যাধুনিক ডালিয়ান রেক। শুক্রবার রাত থেকে নর্থ-সাউথ মেট্রো রুটে চালু হয়েছে এমআর-৫০৪ এবং এমআর-৫১২ রেক দুটি। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত এই রেকগুলির যাত্রা শুরু হয়েছে।

এই নিয়ে কলকাতা মেট্রোতে মোট পাঁচটি চিনা ডালিয়ান রেক যুক্ত হল। আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত এই রেকগুলির দরজা তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত, ফলে যাত্রীদের ওঠানামায় সুবিধা হবে। এছাড়া, রেকগুলির ভিতরে রয়েছে উন্নত সিসিটিভি নজরদারি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত। চিন থেকে আসার পর দীর্ঘ পরীক্ষার পর এই রেকগুলি যাত্রী পরিষেবায় যুক্ত করা হয়েছে। রেকগুলির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার, যা কলকাতা মেট্রোর অন্যান্য রেকের তুলনায় বেশি। পাশাপাশি, উন্নত ডিস্ক ব্রেকিং সিস্টেম থাকায় ট্রেন নিয়ন্ত্রণে আরও সুবিধা হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে তিনটি ভাষায় স্টেশন নাম দেখানো হবে। কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, নতুন এই রেকগুলিতে কম্পন ও শধ অনেক কম হবে, ফলে যাত্রীরা আরও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে যাতায়াত করতে পারবেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য, শাসকের নজরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে হাওড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলটির দাবি, ওই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন মন্তব্য করেছেন, যা উসকানিমূলক এবং দলীয় সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই ছাত্রী তার পোস্টে লিখেছেন, 'সিপিআইএম একটাও কাজ ঠিকমতো করেনি, যদি সেই সময় মাথায় গুলি করে দেওয়া হতো, তাহলে আজ এই দিন দেখতে হতো না।' এই মন্তব্য নজরে আসার পরই তৃণমূলের আইটি সেল সক্রিয় হয় এবং হাওড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। দলটির তরফে দাবি করা হয়েছে, দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা।

হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সদর সেক্রেটারি বিশ্বনাথ দাস বলেছেন, 'এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। যদি সিপিআইএম আমলে এমন মন্তব্য করা হতো, তাহলে সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে বর্তমানে মা-মাটি-মানুষের সরকার আছে, তাই আমরা আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেব।' অন্যদিকে, অভিযুক্ত ছাত্রী বলেন, 'আমি ভূগোল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি এবং লেখাপড়ার কাজে

প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। এখন আমি আতঙ্কিত, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি ফোনের মাধ্যমেও আমাকে হেনস্তা করা হচ্ছে ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি যা লিখেছি, তার মূল ভাবনা তৃণমূল সমর্থকরা বোঝেননি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অতীতে যদি সিপিআইএম সঠিকভাবে প্রশাসন চালাতো, তাহলে আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। কিন্তু তৃণমূল সমর্থকরা ভুল ব্যাখ্যা করে আমাকে নিশানা বানাচ্ছেন। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেছি।' এই ঘটনাকে ঘিরে আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'ওই পোস্টে কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, যা একেবারেই ঠিক নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে ওই ছাত্রীকে টার্গেট করছে এবং তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অতীতেও বহুবার এমন হয়েছে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্যের কারণে মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু সেসব মামলা আদালতে টেকেনি।'

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৫, ১৬ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার

জাল ওষুধের উৎসে দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশের যোগে উদ্বিগ্ন রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ধরা পড়া জাল ও নিম্ন মানের ওষুধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যের যোগ উঠে আসায় উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। কোথা থেকে ওই সব ওষুধ রাজ্যে এসেছে তার বিস্তারিত তথ্য সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে চিঠি দিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও অনুরোধ জানানো হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই বিহার ও উত্তর প্রদেশ সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে দিল্লিকেও বিস্তারিত তথ্য নিয়ে চিঠি দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের তরফে। নবান্ন সূত্রের খবর, দিল্লিতেও জাল ওষুধ তৈরির একাধিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ডক্টর রেড্ডি, অ্যাবট, সিপলার মতো নামি কোম্পানির ওষুধ এই তালিকায় রয়েছে। যার মধ্যে কিছু ওষুধ শিডিউল এইচ টু ড্রাগ। যেগুলির মোড়কে বার বা কিউআর কোড থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু চিহ্নিত ওষুধগুলির ক্ষেত্রে কোড স্ক্যান করেও যথাযথ তথ্য পাওয়া যায়নি। ওষুধগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল কে জানানো হচ্ছে যে আদৌ সঠিক ওষুধ কিনা। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে এই ওষুধ কেনা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। উত্তরপ্রদেশের ড্রাগ কন্ট্রোলের কাছে এই বিষয়ে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গুণগত মানের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গোটা দেশের ১০৪টি ব্র্যান্ডের ওষুধকে গুণগত ভাবে অনুপযুক্ত বা নট ফর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি ড্রাগস বলে চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে এর রাজ্যের দুটি সংস্থার ওষুধও রয়েছে। এছাড়া রাজ্যের সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে ২৭টি, রাজ্যের ড্রাগ ল্যাবে ১টি করে ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল এই নিয়ে চার দফায় ৪৯৭টি ওষুধকে গুণগতভাবে অনুপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করল। এই তালিকায় প্রেসারের ওষুধ, প্যারাসিটামলের মত সাধারণ অসুখ থেকে শুরু করে, খিঁচুনি কমানোর ওষুধ, ভিটামিন-সি এর ঘাটতি থেকে খাদ্যনালীর সমস্যা সংক্রান্ত চিকিৎসা, পক্সের টিকা, বহুল প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক সবই রয়েছে। এমনকি লিভারের অসুখ, স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হওয়া ওষুধও বাতিলের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

সংখ্যালঘুদের উপকার করে না তৃণমূল, বিস্ফোরক দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে এবার চাঁচাছোলা মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির দাবি, 'তৃণমূল সংখ্যালঘুদের উপকার করে না। এ রাজ্যে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু পিছিয়ে রয়েছেন।' সঙ্গে এও স্পষ্ট ভাবে জানান, বিভাজন করবেন, ভেদাভেদ করবেন তিনি। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর 'সেভ হিন্দু' আন্দোলনকেও সমর্থন দিলীপ ঘোষের। এই প্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ এও জানান, 'একশোবার বিভাজন করব। কেউ যদি মুসলিমদের নিয়ে রাজনীতি করে তাহলে হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতি করার বিজেপির অধিকার আছে। কারণ ৭০ শতাংশের বেশি হিন্দু এখনও এখানে আছে।' এরপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন তোলেন, কেউ যদি 'নো ভোট টু বিজেপি' বলতে পারে, তাহলে আমাদের নেতা কেন তার উল্টো বলতে পারবে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সঙ্গে তাঁর সতর্ক বার্তা, 'হিন্দুদের আজকে তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। মুসলমানদেরও তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কারণ মুসলমানদের ক্রিমিনাল বানিয়েছে টিএমসি। সিপিএম, কংগ্রেসও করেছে। গরিব, অশিক্ষিত বানিয়েছে।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'আমাদের মুসলমানদের ভোটের দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি মুসলিম অসমে আছে। আমরা সেখানে দু'বার ক্ষমতায় এসেছি। কিন্তু, এখন এখানে মুসলমানদের নিজেদের কথা ভাবার দিন এসেছে।'

দিলীপের এ মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপান উতোর। এদিকে ইতিমধ্যেই হিন্দুত্বের লাইনে হেঁটে সুর চড়িয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাফ বলছেন, 'ছাব্বিশে হিন্দু সরকার হবে।' অন্যদিকে একই লাইনে হেঁটে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকেও। একদিন আগেই তিনি বলেন, 'ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি না জিতলে হিন্দু বাঙালিরা বিপাকে পড়বেন। ৯ শতাংশ হিন্দু এখনও ভোট দেন না। তাঁরা ভোট দিন। আসন্ন নির্বাচনে আমরা জিততে না পারলে হিন্দু বাঙালিদের জন্য খুবই কষ্টের দিন আসবে।'

জগদ্দল কান্ডে নমিত ও সনুর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশের, দাবি সঠিক ছিল অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৬ মার্চ রাতে অশান্ত হয়ে উঠেছিল জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকা। গুলিতে জখম হন সাদ্দাম নামে এক যুবকও। সেই ঘটনায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই অভিযোগ খন্ডন করে প্রাক্তন সাংসদ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি যে গুলি চালিয়েছেন। সেই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। পাশাপাশি অর্জুন সিং বারংবার দাবি করেছিলেন, ঘটনাস্থলে নমিত সিংকে দেখা গিয়েছে। অবশেষে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবিই হুবহু মিলে গেল। ঘটনার দিন জগদ্দলের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ নমিত সিং এবং তাঁর সহযোগীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে জগদ্দল থানার পুলিশ ভাটপাড়ার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনিতা সিংয়ের পুত্র নমিত সিং এবং সনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুজনের বিরুদ্ধে পুলিশ অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং লেখেন, ''ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ জগদ্দল থানার অফিসারদের তিনি বারংবার বলেছিলেন, ২০২৫ সালের ২৬ মার্চ রাতের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। কিন্তু তৃণমূল নেতাদের নির্দেশে, সেই ঘটনায় তাঁরই বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হল। যদিও সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে, তিনি যখন ঘটনাস্থলে হাজির হলেন, তখন অপরাধীরা তাঁকে দেখে পালাতে শুরু করেছিল। যদিও জগদ্দল থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নমিত সিং এবং সোনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। পোস্টে তাঁর সংযোজন, নমিত সিং স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে এবং একজন দাগী অপরাধী, এনআইএ-র মামলায় অভিযুক্ত। তার সম্পত্তি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করা হয়েছে এবং সবই রেকর্ড করা আছে। তবে সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট, নমিত সিং এবং সোনু জয়সওয়াল এলাকায় আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল।দ ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, এটা প্রমাণ করে যে, সেদিন রাতের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এবং দাবি একদম সঠিক ছিল। এখানেই শেষ নয়। ফেসবুক পোস্টে হয়রানি বন্ধে প্রশাসনকে তিনি অনুরোধও করেছেন। তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে উদ্দেশ্যে করে লেখেন, তাঁর বিরুদ্ধে করা অবাঞ্ছিত এফআইআর প্রত্যাহার করা হোক। পাশাপাশি তাঁকে হয়রানি বন্ধ করার জন্য তিনি অনুরোধও করেছেন। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, তিনি একজন আইন মেনে চলা নাগরিক এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার তাঁর আছে। তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। তাছাড়া পুলিশকে মহামান্য আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার দাবির পাশাপাশি ঘটনায় অভিযুক্ত নমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির তিনি দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, '২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর সকালে তার বাড়িতে আক্রমণ করা হয়। বোমাও নিক্ষেপ করা হয়, গুলিও চালানো হয়। বোমার সিপ্লন্টার থেকে তাঁর পায়ে সেদিন আঘাত লেগেছিল। তথাপি পুলিশ সেই মামলায় বিস্ফোরক আইন অন্তর্ভুক্ত করেনি। যদিও নমিত সিংকে আগ্নেয়াস্ত্রটি পুনরায় লোড করতে এবং তার সহযোগী সোনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার হাতে দিতে দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ তিনি পোস্টও করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ তারপরেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যেহেতু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এনআইএর কাছে ওই ঘটনার তদন্ত চেয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।' কটাক্ষের সুরে তিনি লেখেন, 'তৃণমূল নেতৃত্ব রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভিত্তিতে কাজ করছে। কিন্তু তাদের উচিত রাজনৈতিকভাবে তাঁর সঙ্গে লড়াই করা। যদিও শাসকদলের নেতারা এর জন্য অপরাধী এবং পুলিশের উপর নির্ভর করছেন।'

হিন্দু বছরের শেষ দিনে নতুন বছরকে আহ্বান করে বড় বাজারের শোভাযাত্রা

প্রায় ৩০০ টাকা কমল সুগারের ওষুধের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সুগারের রোগীদের জন্য সুখবর। এবার পেটেন্ট উঠে যাওয়ায় মিলল সুফল। ওষুধের দাম কমল অনেকটাই। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল থেকে বেশ কিছু ওষুধের দাম কমেছে। তবে অস্বাভাবিক দাম কমল মেটফরমিন গ্রুপের এমপ্যাগলিফ্লোজিন ওষুধের। ১০০০ মিলিগ্রামের এক পাতা ওষুধের দাম ছিল ৪৩৭ টাকা। পেটেন্ট উঠে যাওয়ায় তা কমে হল ১০০ টাকা। ৫০০ মিলিগ্রামের দাম ৪১৬ টাকা থেকে কমে হল ৯৭ টাকা। পেটেন্ট উঠে যাওয়ার সুফল মেটফরমিন গ্রুপের সিটাগ্লিপটিন ওষুধেও। সিটাগ্লিপটিনের ১০০০ মিলিগ্রামের দাম ৪৮০ টাকা থেকে কমে হল ১৭৫ টাকা। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, সারা ভারতে ১০ কোটির বেশি সুগারের রোগী রয়েছেন। তাই এই দাম কমার খবরে স্বাভাবিকভাবে প্রচুর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। এনপিপিএ বলছে, প্রতিবছরই ওষুধের পাইকারি মূল্য সূচক ঠিক করা হয়। সাধারণ মানুষের যাতে সুবিধা হয়, ওষুধের দাম নিয়ে যাতে চিন্তা কমে, সেই চেষ্টা করা হয়। মার্চ মাসেই অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করেছে।

লন্ডনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিথ্যাচার মুখ্যমন্ত্রীর, দাবি এসএফআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লন্ডনের কেলগ কলেজে রাজ্যের নারী সুরক্ষা সহ একাধিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করেছেন তা নস্যাৎ করলেন সৃজন ভট্টাচার্য, দেবাঞ্জন দে'রা। শনিবার এসএফআইয়ের রাজ্য সদর দপ্তর দীনেশ মজুমদার ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই নেতৃত্ব বলে, নারী সুরক্ষা কিংবা স্কুল ড্রপ আউট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা ভাষণ দিয়েছেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে ড্রপ আউট বেড়েছে। বিনা পারিশ্রমিকে মহিলাদের কাজ করানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিয়েতে প্রথম। মিড ডে মিল দুর্নীতি বাড়ছে। মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে কম মজুরিতে । বাংলার আর্থিক অবস্থা উন্নতি হয়নি অবনতি হয়েছে। ২০২৩ সালে ৪ লক্ষ্য মাধ্যমিক পরীক্ষাটি কমেছে ৮ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে । নাবালিকা বিবাহ বেড়েছে । ড্রপ আউট এর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এই বিষয়ে শুধু বিদেশে গিয়ে মিথ্যা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে এদিন এও জানানো হয় যে, আগামী দুই সপ্তাহ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের বেহাল দশা, কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং আর জি করের বিচারের দাবিত রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ২ এপ্রিল ছাত্র নেতা সুদীপ্ত গুপ্ত'র প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে মিছিল করবে এসএফআই সহ চারটি বাম ছাত্র সংগঠন। এরই প্রেক্ষিতে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে জানান, শুক্রবার ডিওয়াইএফআইয়ের ডাকে উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশি হামলার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাবে এসএফআই। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, আরএসএসের প্রতিনিধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে গিয়ে একের পর এক মিথ্যে ভাষণ দিয়েছেন কোন তথ্য ছাড়াই। ছাত্র ড্রপ আউট বাড়ছে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এই রাজ্যে সরকার সময়। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাবেন সেখানেই ওঁনাকে প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে।

পঞ্চায়েত স্তরেও ১২টি নাগরিক পরিষেবা অনলাইনে বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন শংসাপত্র প্রদান, বিল্ডিং প্ল্যানের ছাড়পত্র দেওয়ার মতো ১২টি নাগরিক পরিষেবা অনলাইনে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। স্মার্ট পঞ্চায়েত কর্মসূচির গত দুবছরে এরকমের ৩২টি পরিষেবা অনলাইন মাধ্যমে আনা হলেও এতদিন তা বাধ্যতামূলত ছিলনা। ১লা এপ্রিল থেকে তা আবশ্যিক হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর জেলাগুলিকে এই মর্মে নির্দশিকা পাঠিয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট জেলা এবং আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পুর এলাকায় ১ জানুয়ারি থেকে বিল্ডিং প্ল্যানের ছাড়পত্র অনলাইনে দেওয়া বাধ্যতামূলত করা হয়েছে। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতর জন্যও তা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এর জন্য প্রত্যেকটি পরিবারকে একটি করে ফর্ম পূরণ করে পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে হবে। প্রতিটি পরিবারকে সেই ফর্মে লিখতে হয়েছে তার কি ধরনের বাড়ি , কতগুলো ঘর ওই সম্পত্তির বর্তমান বাজার দর কত হতে পারে ইত্যাদি। এর ভিত্তিতেই পরিবার পিছু কর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় দেড় কোটির বেশি বাড়ির তথ্য আপলোড হয়েছে এই পোর্টালে। পঞ্চায়েত দপ্তর অঞ্চলের বাসিন্দাদের সম্পত্তির কর সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়নি দীর্ঘদিন এমন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের এইরুপ সিদ্ধান্ত । এছাড়া, অভিযোগের নিষ্পত্তি, শংসাপত্র প্রদান, নিয়োগ প্রক্রিয়া, অভিযোগ জানানো এবং নিষ্পত্তি, আর্থিক লেনদেন, বাড়িতে শৌচাগারের জন্য আবেদনের মতো পরিষেবাগুলি ১ এপ্রিল থেকে অনলাইনে মিলবে। পঞ্চায়েত স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি, পাবলিক হেলথ কমিটি, টেন্ডার কমিটির মতো জেলাস্তরের কমিটির তথ্যও ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে তুলে ধরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিজেপির মিছিল ঘিরে তুমুল উত্তেজনা দমদম পার্কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির মিছিল ঘিরে তুমুল উত্তেজনা দমদম পার্ক এলাকায়। পুলিশ ও গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের বাকবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তির ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ভিআইপি রোড। তীব্র যানজটে ভোগান্তির শিকারপথচারীরা। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অভিযোগ তুলে শনিবার সকালে মিছিল করে বিজেপি। লেকটাউন থেকে শুরু হয় ওই মিছিল। দমদম পার্ক এলাকায় পৌঁছনোর সময় মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। অভিযোগ, বাধা উপেক্ষা করে এগানোর চেষ্টা করেন মিছিলকারীরা। বাধা দেওয়ার ফলে পুলিশের সঙ্গে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। মিছিলকারীদের একাংশের দাবি, মহিলা কর্মীদের বাধা দেওয়ার জন্য মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না।

বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার এসটিএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ফের বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার কলকাতা পুলিশের এসটিএফের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রগতি ময়দান থানার অন্তর্গত জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে দুটি ৭এমএম বন্দুক, সঙ্গে দুটি ভর্তি ও একটি খালি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে এসটিএফের তরফ থেকে। তবে এই ঘটনায় নাশকতার কোনও ছক ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম মোবারক হোসেন ওরফে সাহেব শেখ। বয়স ২৬ বছর। দ্বিতীয় জন আব্রাহিম শেখ। বয়স ২৫ বছর। তাদের দু'জনেরই বাড়ি মালদহের কালিয়াচক থানার নারায়ণপুর গ্রামে। এসটিএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এই দুই যুবক বেআইনিভাবে অস্ত্র মজুত করেছে। খবর পেয়েই অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের আটক করে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। তখনই তাদের থেকে দুটি ৭এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

নিউটাউনে সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ। ঘটনাস্থল নিউটাউন যাত্রাগাছি দক্ষিণ বিবেকানন্দ পল্লি। এখানেই অভিযোগ ওঠে বাগজোলা খালপাড়ে বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরির। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নিউটাউন থানার পুলিশ। এরপরই বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। কে বা কারা করছিল,কার নির্দেশে এই অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছিল তা খতিয়ে দেখছে নিউটাউন থানার পুলিশ।

এলাকাবাসীর দাবি, শনিবার সকাল থেকে হঠাৎ দেখা যায় কিছু লোক বাঁশ টিন দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ করছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর খবর যায় নিউটাউন থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ গিয়ে সরকারি জমিতে অবৈধ বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে, কার নির্দেশে সরকারি জমিতে বেআইনি বাড়ি করার কাজ চলছিল। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ হালদার জানান, 'জমি কার জানি না। যতদূর জানি হিডকোর জমি। বা হয়ত হিডকোর জমি। আমার কাছে খবর এল নতুন করে ঘর বানাচ্ছে কেউ।

মাদ্রাসায় আবাসিক পড়ুয়াদের ১ হাজারের বদলে এবার মিলবে ১৮০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাদ্রাসায় ছাত্রাবাসের আবাসিক পড়ুয়ারা থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ মাসে এক হাজার টাকা করে পেতেন তাঁরা এখন থেকে ১৮০০ টাকা করে পাবে। এর পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পথেই যেন হাঁটতে চলেছে মাদ্রাসাও। কারণ, এবার বড় বদল আসতে চলেছে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদেও। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুলগুলির মতো মাদ্রাসাতেও এবার বছর বছর পড়ুয়াদের জন্য তৈরি করা হবে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড! জানা যাচ্ছে এমনটাই। একইসঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকা সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের থাকার-খাওয়ার জন্য বরাদ্দ অঙ্কও বাড়তে চলেছে। ইতিমধ্যেই একাধিক নতুন সিদ্ধান্তের কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ। তা নিয়েই চর্চা চলছে শিক্ষা মহলের অন্দরে।

পড়াশোনার পাশাপাশি কোনও পড়ুয়া খেলাধূলা থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে কতটা আগ্রহী, কতটা উন্নতি হচ্ছে, সমাগ্রিকভাবে সে কতটা জ্ঞানার্জন করতে পারছে সবটাই লেখা থাকে এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও পড়ুয়া পড়াশোনার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কতটা এগিয়ে রয়েছে, কতটাই বা পিছিয়ে পড়ছে, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশই বা কতটা

হচ্ছে সবটাই বোঝা সম্ভব এই হলস্টিক রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে। যে ক্ষেত্রগুলিতে তার সামগ্রিক অগ্রগতি হচ্ছে না, পিছিয়ে পড়ছে সেই ক্ষেত্রগুলিতে আলাদা করে মনোযোগী হওয়ার কথাও উল্লেখ থাকে এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। এ বছর থেকেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুলগুলিতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড চালু হয়েছে। তবে তা দিনের শেষে কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা মহলের অন্দরে। এবার সেই একই রাস্তায় হাঁটতে চলেছে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদও।

সম্পাদকীয়

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু পাশের হার বাড়ছে, মেধার জন্ম হচ্ছে না

মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ‘উৎসব’ পালন করল ছাত্রছাত্রীরা। এই ছবিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং বলা ভাল, এই অবক্ষয় রাজনীতির অবক্ষয়ের সঙ্গেই সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আগে টেবিল, চেয়ার, সিলিং ফ্যান ভাঙা হত। আর এখন বই ছেঁড়া হচ্ছে। এটা ব্যক্তিগত ক্ষতি, নীতির দুর্ভিক্ষ। এতে অবশ্য কৈশোরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পরিবার ভাঙছে, পারিবারিক সম্পর্কগুলিও শীতল হয়ে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক অনুশাসনের ভয় থাকছে না। বেপরোয়া মানসিকতায় হারিয়ে যাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। নেতা-মন্ত্রীরা জনগণের করের টাকায় কেনা সংসদের চেয়ার টেবিল ভাঙাভাঙির খেলা খেলছেন, অন্যকে গালিগালাজ করছেন। কৈশোর কাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে? বরং ছেঁড়াছিঁড়ি, ভাঙাভাঙি ভাল করে জানলে আগামী দিনে রাজনৈতিক দলে ভাল কাজ করতে পারবে! কারণ, এখন বেশির ভাগ দলেই সভ্য সদস্যের থেকে অসভ্য মূর্খ সদস্যের কদর বেশি! কৈশোর যে অস্থির, তা তো অজানা নয়। তাকে শিক্ষিত করতে হবে। বর্তমান সমাজে রোল মডেলের অভাব। যাঁরা মিডিয়ার প্রচারে উঠে আসেন, তাঁরা হয় কোনও না কোনও রাজনীতির রং মেখে বসে আছেন, নয়তো আগামী দিনে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ফলে সমাজে মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস কমছে। অন্য দিকে, চাকরির পরীক্ষায় লাগামছাড়া দুর্নীতিতে স্কুলগুলো আজ বন্ধ হতে বসেছে। শুধু পাশের হার বাড়ছে, মেধার জন্ম হচ্ছে না। এই অবক্ষয় আটকাতে না পারলে মানবসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শব্দবাণ-২৩৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আজীবন অবিবাহিত ৪. শপথ, প্রতিজ্ঞা ৫. হজরত মোহম্মদের প্রত্যক্ষ শিষ্য বা সঙ্গিগণ ৭. সমীক্ষা ৯. শূন্যতা বা নির্জনতার ভাব ১১. সহজ মাসিক কিস্তি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রোগ ভালো করার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা ২. কোথায়, কোনখানে ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৬. তীব্র ও কর্কশ স্বর ৮. বারংবার, পুনঃপুন ১০. গরমে যা হওয়া স্বাভাবিক।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩২

পাশাপাশি: ১. কৌতুকাবহ ৩. আদর ৫. পরীক্ষা ৭. সবাই ৮. রদন ১০. ভারতপূজা।

উপর-নীচ: ১. কৌমুদ ২. বক্ষপঞ্জর ৩. আভাস ৪. রসুইঘর ৬. ক্ষালন ৯. দরজা।

জন্মদিন

আজকের দিন

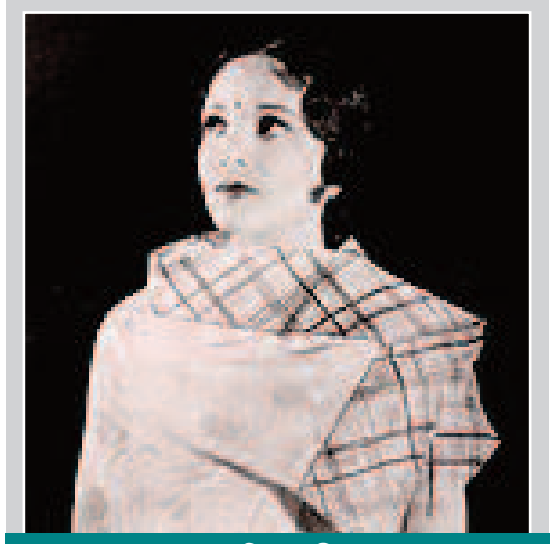

দেবিকা রানী

১৮৯৯ *বিশিষ্ট লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯০৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবিকা রানীর জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

নারী ও লৌকিকতা

প্রসঙ্গ সাঁওতালী কবিতা

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতায় পরিবেশকে বিনষ্ট না করার যে ইঙ্গিত আছে, তা ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও নারী উভয়কে অধস্তন মনে করার পাশাপাশি, উভয়ের নিপীড়ন ও শোষণের জন্য দায়ী পিতৃতন্ত্রিক পরিসর। সেই পিতৃতান্ত্রিক পরিসরের বিরুদ্ধে লড়াই ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বা ‘মানবী-নিসর্গবাদী’দের। কবিতায় তারই ইঙ্গিত আছে। ফরাসি লেখক ফ্রাসোয়াঁ দ্যুবন, ক্যারেন ওয়ারেন, ভাল প্লামউড, মারে বুকচিন, জিম চেনি, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ প্রমুখরা ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বা ‘মানবী নিসর্গবাদ’এর প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ, নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে জীবনরস সংগ্রহ করে পিপাসা মেটাচ্ছে অবিরাম! একজন ক্ষুধার্ত মানুষ, নিত্য নির্মাণের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ভুখা পেটের মাঝে পুঁতে দিচ্ছে শিল্পের বীজ! একজন পীড়িত মানুষ, পীড়ার দগদগে ঘা উপেক্ষা করে সৃষ্টির মলমে উপশম করে চলেছে আজন্মলালিত ব্যথা, জরা, দীনতা! সাঁওতাল জনজীবনের সাথে তাদের সৃষ্টিশীল মন এভাবেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, ঠিক যেভাবে জড়িয়ে গাছ আর মানুষের সম্পর্ক। প্রকৃতির মধ্যে থেকে জীবনচর্যার রসদ খুঁজে নিয়ে বাঁচতে চায় তারা, প্রকৃতির কোলকে ‘জন্মের আঁতুড়ঘর’ থেকে ‘যৌবনের ভাঁড়ার ঘর’ বানিয়ে তুলতে পারে তারা, তাদের সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির অমোঘ ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা। যেমন, ‘সারজম’ বা শালগাছ যেন তাদের কাছে হয়ে ওঠে প্রাজ্ঞ জ্ঞানবৃক্ষ, যার কোলে যাবতীয় পরবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটানো যায় শুধু তাইই নয়, ‘মৎকম’ বা মহুয়ার ফুলের ঝাঁঝালো পানীয়ের মধ্য দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটে তাঁদের বুড়িয়ে ওঠা ক্লান্ত অন্তঃস্থলের। কোল আলো করে পুত্র এলে তারা নাভিচ্ছেদ করে তীরের ফালা দিয়ে, আবার কন্যা সন্তান হলে নাভিচ্ছেদন হয় ঝিনুকের খোলে। অদ্ভুতভাবে প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানেই এই বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতির রূপায়ণ সম্ভব। তিরের ফালা; পুরুষ লিঙ্গের প্রতীক, আর নারীর যোনিদেশ ঝিনুকের প্রতীকে প্রতীকায়িত। সন্তান জন্মালে গোটা গ্রাম অশৌচ পালন করে! এ কোনো কুসংস্কার নয়, বরং অদ্ভুত একতায় বাঁচতে জানার বীজমন্ত্র। জন্মের মুহূর্তকে স্মরণে রাখার জন্য সকলে মিলে নাচে গানে তারা পালন করে ‘ছাতিয়ার পরব’। ‘বাপলা’ বা বিবাহ উৎসবও পালিত হয় নাচে গানে সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে। হয় ‘সুনুম সাসাঞ’ বা গায়ে হলুদ, হয় ‘জাঁবায় দারাম দা’ বা বরপক্ষের যাত্রা, হয় ‘সাদার বাপলা’ বা বর-কনে ফিরে আসার পরে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই সব সংস্কৃতি, লৌকিকতার সাথে জড়িয়ে তাদের নিজস্ব নাচ গান, শিল্পবোধ। এই বিবাহের গান কিংবা জন্মের সময় ব্যবহৃত ছাতিয়ার পরবের গানকে বলা হয় ‘দঙ সেরেঞ’। এই ‘দঙ সেরেঞ’-এর মধ্যে শুধুমাত্র সাঁওতালি সংস্কৃতি কিংবা লোকজ উপাদান লুকিয়ে নেই, লুকিয়ে আছে তাদের জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, দার্শনিকতা এবং রাষ্ট্রচিন্তার চিত্রায়ণ। ‘দঙ সেরেঞ’এর গানগুলির নিবিড় ভাবে শুনলে, আর কাব্যিক চরণগুলিকে রসিকমনে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় সাঁওতাল সমাজে নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে কথা উঠলেই যে কথাটি উল্লেখের দাবি রাখে তা হল বাংলা কবিতায় পিতৃতন্ত্রকে সমূলে নাশ করে নারীর অবস্থানকে পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে পেরেছিলেন কবিতা সিংহ। কবিতা সিংহের কলমে অনূদিত হওয়া সাঁওতালী ‘দঙ্ সেরেঞ’-এর কবিতাতেও সাঁওতাল জনজাতির নারীর অবস্থানের স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা গুলি বিশ্লেষণে সেই অবস্থানের চিত্রকে আমরা খুঁজে নেব।

‘দ্রোহের পরিপূরক’ রূপই কি কবিতা? সাঁওতালী ভাষায় প্রচলিত কবিতাগুলির মধ্যে যেগুলি ‘দঙ্ সেরেঞ’ বা ‘উৎসবের গান’রূপে গাওয়া হয় সেখানে দ্রোহের ছবি ফুটে ওঠে বিবাহের অনুষ্ঠানে কিংবা সন্তান জন্মের আনন্দঘন মুহূর্তে মশগুল হয়ে যে কবিতার গাথা আদিবাসী জনজাতির মুখে ফুটে ওঠে, সেখানে নারী যেন বারবার সমাজকে জানান দিচ্ছে তার অধিকারের কথা। যদিও কবিতাগুলি যে নারীর মুখেই শুধু উচ্চারিত হয় এমন নয়, তবুও নারীর অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার বৈপ্লবিকতার প্রত্যক্ষ প্রচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায় সেখানে। কবিতা সিংহের অনুবাদ করা একটি কবিতায় দেখি, ‘কেন মেয়ে চায় যুবকের সম্মতি / কেন বুনোপাখি তরুশাখে চায় আশ্রয় তার?’ পুরুষের সম্মতিক্রমে সমস্ত কাজের যে প্রথা সমাজে আসীন তা যেন ভাঙতে চাওয়া হচ্ছে এই গানে আদিবাসী সমাজ ভাঙতে চাইছে সেই প্রথাকে, যে প্রথা ‘Urban Elitism’এরও অন্দরে-অন্তরে নিমজ্জিত। অদ্ভুতভাবে পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার এই বয়ান উচ্চারণ করছে তারা, তাও আবার এমন উৎসবের দিনে! সকল জনমানসের মধ্যে নারী-পুরুষের সাম্যতার বোধকে জাগরিত করার এই প্রয়াস কাব্যিক ভঙ্গিতে গীত হচ্ছে কবিতায় ‘তরুশাখা’ যেন হয়ে ওঠে সেই নিয়ন্ত্রণকারী ধ্বজাদণ্ড, যা নারীকে আশ্রয় দেওয়ার নামে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এর থেকে বেরিয়ে এসে নারীর আত্মিক জাগরণ ঘটাতে নারীকে ‘বুনোপাখি’র সাথে তুলনা করা হয়েছে কবিতায় ‘বুনোপাখি’ তারাই, যারা গৃহপালিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ না থেকে নিজের খাদ্য-বাসস্থানের সংস্থান নিজেই করতে পারে। তারা আশ্রিত হয়ে নয়, থাকতে চায় স্ব-নির্ভরতায় তাই চোখের জল নয়, বরং প্রয়োজন পরবর্তী নারীপ্রজন্মকে চোয়াল শক্ত করার মন্ত্রে দীক্ষিত করায় ; ‘সারাদিন আর কেঁদোনা মেয়ে, কেঁদোনা এমন।’ গানের কথায় কান্না নিবারণের এই বার্তা মেয়েটির অভিভাবক কর্তৃক। পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে নারীর বেরিয়ে আসার বার্তাও মেয়েটির অভিভাবক কর্তৃক। পূর্ববর্তী প্রজন্মের হাত ধরে নারীর আত্মমুক্তির পথ নির্মাণের ছবি কবিতা কিংবা গানে বড় বেশি দেখা মেলে না সেক্ষেত্রে এই গান স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে।

নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। বিয়ের পরে ‘আবশ্যক সন্তান ধারণ’এর ট্যাবু থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবর্গ প্রত্যেকেই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তারই ছবি ফুটে ওঠে কবিতা সিংহের অনুবাদে; ‘জীবন রে! / বিয়ের দুদিন যেতে না যেতেই পুত’। লক্ষণীয় দুটি বিষয় এক, সন্তান ধারণের তাড়া। আর, দুই, শুধু সন্তান উৎপাদন নয়, পুত অর্থাৎ পুত্র সন্তানকে জন্ম দেওয়ার প্রতি আকাঙ্খা। সন্তান দ্রুত গর্ভে না এলে নারীকে সমাজ বলে ‘বন্ধ্যা’। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক পরিসরের কল্যাণে হতভাগ্য পুরুষ সেই শিরোপা থেকে বঞ্চিত হয়! সন্তান ধারণ যে নারীর অগ্রসরের পথকে অবরোধ করে, তা বলেছেন সিমন-দ্য-বোভেয়ার তাঁর ‘দ্য সেকেণ্ড সেক্স’ (১৯৪৯ খ্রি.) গ্রন্থে এখানে সন্তান ধারণের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ নেই, কিন্তু আছে সন্তান ধারণের নামে নারীর অবরোধের সূক্ষ ইঙ্গিত, আছে সমাজ কর্তৃক নারীত্বের অপমানের সারকথা, আছে নারীর সংকটের সুলভ চিত্রায়ণ। আছে তির্যক ভঙ্গিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে তীরবিদ্ধ করার ঋজু উচ্চারণ; ‘এমন কি পথের গাছ আর লতারও তর সয় / ফুল ফুটতে না ফুটতেই ফল আসে না! / জীবন রে?’ এই উচ্চারণ দ্রোহের। আর ব্যঙ্গের কষাঘাতে পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ঘায়েল করার শব্দ সাঁওতালী ভাষায় উচ্চারিত হয় তাঁদের অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে। গাছও সময় নেয় বংশবিস্তারে, কিন্তু কামসর্বস্ব মানুষ যেন জৈবিক প্রবৃত্তির প্রধানতম উপাদান আর উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে নারীকে ব্যবহার করে বংশবিস্তারে রত হয় প্রতিনিয়ত। জীবনকেও বেঁধে ফেলে জৈবিক ছকে। এই চিরচেনা প্রচলিত ছককেই ভাঙতে চাওয়া হয়েছে কবিতায় নারীর মুক্তির লক্ষ্যে শুধু কবিতা নয়, প্রচলিত আছে বহু নিয়ম, সংস্কারও। যেগুলি নারীর সার্বিক মুক্তি না ঘটালেও কিছুটা নিরাপত্তা দেয় বৈকি! নারীর প্রতি বিবিধ বিধি নিষেধ, যেমন; অন্তঃসত্ত্বা নারী ‘নদী বা ঝরণা বা অরণ্য পার হবে না একা একা, তৈরি করবে না উনুন’ ইত্যাদি। এই বিধি-নিষেধ অন্তঃসত্ত্বা নারীর নিরাপত্তা প্রদানের সহায়ক হয়ে ওঠে। এই বিধি-নিষেধ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমাজেও প্রচলিত নেই, ফলত অন্তঃসত্ত্বা নারীর নিরাপত্তা সেখানে রীতিমতো প্রশ্নের সম্মুখে পড়ে

পিতৃতন্ত্রের ধারক শুধু পুরুষ নয়, নারীও হতে পারে। তেমনই আবার নারীর ঘোমটা পরিবৃত উপেক্ষিত রূপের পাশাপাশি অত্যাচারী, কুট রূপও সংসারিক পরিসরে দেখা যায়, যারা পুরুষ হোক কিংবা নারী, সকলকে উৎপীড়নের জন্য যথেষ্ট। মনুষ্য চরিত্রের এমন সরল সমীকরণগুলির জটিল আবর্ত নিয়ে সাহিত্যে কাটাছেঁড়া চিরকালের। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ তো এর সার্থক উদাহরণ। সাঁওতালী গানেও পুরুষবীক্ষণে নারীচরিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে; ‘রাখালী করে হলাম যুবক হে / পরান ঢেলে শিখেছিলাম বাঁশী / কিন্তু ঘরে এলো এমন বউ / লাল-পিঁপড়ের বাসা হেন মুখ / সেই থেকে ছেড়েছি আমার বাঁশি।’ কবিতাটি লঘুচালে লেখা হলেও মুখরা নারীচরিত্রের ছবিকে আঁকতে যে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। ‘লাল-পিঁপড়ের বাসা’র সাথে নারীর মুখের তুলনা করা হয়েছে কবিতায়। নারীর মুখে ধীর লয়ে প্রতিবাদহীন মৃদুকথা শুনতে অভ্যস্থ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ‘মুখরা নারীচরিত্র’ বেমানান; এমনকি স্পষ্টভাষী নারীকেও ‘মুখরা’ বলে অভিহিত হতে হয়। লাল পিঁপড়ের মতো ছোট প্রাণী যেভাবে যন্ত্রণা প্রাদান করে এক একটি কামড়ে, নারীর একটি কথাও যেন তেমনই ধাক্কা দেয় পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের। একটু জোরালো ভাবে ভাবলে প্রশ্ন এসে যায়, পুরুষচরিত্রটি তবে কি স্টেরিওটাইপ মৃদুভাষী নারীচরিত্রই স্ত্রী হিসাবে পেতে আগ্রহী ছিলেন? তা নাহলে কেন নারীচরিত্রকে লাল পিঁপড়ের সাথে তুলনা? লাল পিঁপড়ে দেখতে ক্ষুদ্র অথচ কামড়ে আছে বড় যন্ত্রণা। নারীচরিত্রও কি তবে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে ছোট এবং তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত? আর তাঁদের প্রতিবাদী সত্ত্বা ‘ছোট মুখে বড় কথা’র উপমার্থে অন্তর্নিহিত? নারীচরিত্রের এই ছকবন্দী রূপকে ভেঙেছেন কবিতা সিংহ। বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে নারীর অসম অবস্থানকে সমূলে নাশ করতে। তাঁর অনুবাদেও উঠে এল নারীচরিত্রের ছকবন্দী রূপ। এখানে দ্রোহ নেই, উচ্ছেদের কথা নেই; কিন্তু পিতৃতন্ত্রকে উচ্ছেদের পূর্বে চেতনার যে উন্মেষ প্রয়োজন তা রয়েছে

কবিতা সিংহের অনুবাদ করা ‘দঙ সেরেঞ’-এর কবিতায় পাহাড়ী প্রকৃতির ছবি, ঝর্ণার ছবি, গ্রামের সবুজ রূপ বারেবারেই ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু তার মাঝেও পরিলক্ষিত হয়েছে নারীর বিভিন্ন নৈতিক বার্তা, পরিলক্ষিত হয়েছে পরিবেশকে সুস্থ রাখার ছবি, পরিলক্ষিত হয়েছে সম্পর্কের সুস্থ রসায়ন। একটি কবিতায় দেখা যায়; ‘পাহাড়ে ঝর্ণা পাহাড়ে ঝর্ণা / বন্ধু পান করো কেবল জল তার / কিন্তু সে ধারা মলিন করো না! / দুধেলী রঙ ফুল, দুধেলা রঙ ফুল / কোণের জমিতে, বন্ধু ফুল তুলো / তুলো হে ফুল শুধু, কিন্তু ডাল তার / কখনো ভেঙোনা, ভেঙোনা! ভেঙোনা!’

কবিতায় পরিবেশকে বিনষ্ট না করার যে ইঙ্গিত আছে, তা ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও নারী উভয়কে অধস্তন মনে করার পাশাপাশি, উভয়ের নিপীড়ন ও শোষণের জন্য দায়ী পিতৃতন্ত্রিক পরিসর। সেই পিতৃতান্ত্রিক পরিসরের বিরুদ্ধে লড়াই ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বা ‘মানবী-নিসর্গবাদী’দের। কবিতায় তারই ইঙ্গিত আছে। ফরাসি লেখক ফ্রাসোয়াঁ দ্যুবন, ক্যারেন ওয়ারেন, ভাল প্লামউড, মারে বুকচিন, জিম চেনি, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ প্রমুখরা ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বা ‘মানবী নিসর্গবাদ’এর প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মানবী-নিসর্গবাদীরা মনে করেন ‘নারী নিপিড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধ্বংসের একটা নিবিড় যোগ আছে। যৌনতা মেটানোর জন্য নারীদেহের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্পর্ক আছে। মানবসমাজে আমরা যে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, গোষ্ঠীবিদ্বেষ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ও অন্যান্য সামাজিক অসাম্য দেখি তারও মূল নারীদেহের ওপর অত্যাচার ও নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংসের মধ্যে লুকিয়ে আছে।’ (ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী, বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১৫) প্রকৃতি ও নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আধিপত্য কীভাবে জাল বিস্তার করে আছে; পুরুষতন্ত্র সমাজের সর্বস্তরে নারী হোক বা প্রকৃতির প্রতি লিঙ্গ-রাজনীতির বলে কীভাবে আধিপত্য কায়েম করে, নারী ও প্রকৃতি উভয়কে কীভাবে শোষণ করে বেঁচে থাকে সে বিষয়ে সমাজের চোখ উন্মোচন করেন মানবী-নিসর্গবাদীরা। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নারীকে যেমন নিগ্রহ করে, ঠিক তেমনই অত্যাচার ঘটে প্রকৃতির প্রতি। আবার শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ইউরোপে শিল্পায়নের প্রয়োজনে যেমন প্রকৃতিকে ধ্বংস করার কাজ শুরু হয়, ঠিক তেমনই নারীদের ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য বাড়তে থাকে। জমিতে যেমন ‘কর্ষণ’, তেমনই নারীর নিপীড়নে আরোপিত ক্ষমতায়নই ‘ধর্ষণ’। প্রকৃতিকে যেমন বাগে আনার প্রয়াস, তেমনই নারীকেও বশে আনতে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য কায়েমের পরিকল্পনা। জমির ক্ষেত্রে যা ‘বীজ বোনা’, নারীর ক্ষেত্রে তাই ‘গর্ভ সঞ্চার’। নারীকে মাতৃরূপী প্রকৃতির প্রতীক করে দেখিয়ে সেখানে ‘যুক্তি’র বদলে ‘আবেগ’, ‘মন’এর বদলে ‘দেহ’র ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সাঁওতালী কবিতাটিতে এই ছবিই ফুটে ওঠে; ‘তুলো হে ফুল শুধু, কিন্তু ডাল তার / কখনো ভেঙোনা’ বলার মধ্যে পরিবেশ ও নারী উভয়কেই শোষণ করার বিরুদ্ধাচারণ আছে। প্রকৃতির আশ্রয়ে যাদের জীবন পরিচালিত তাঁদের কবিতায় ‘মানবী-নিসর্গবাদ’এর প্রয়োগ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কবিতায় ‘মানবী-নিসর্গবাদ’এর তাত্ত্বিক প্রয়োগ নেই, কিন্তু পরিবেশ ও নারী উভয়ের শোষণের বিরুদ্ধে যে তাত্ত্বিক ভাষ্য তার নিটোল শিল্পরূপ আছে। শিল্প যে তত্ত্ব দিয়ে নির্মাণ হয় না, বরং শিল্পের বাগান থেকেই তত্ত্বের ফুলের আমদানি ও তথ্যের মালাগাঁথা, তা সাঁওতালী কবিতার অনুবাদে স্পষ্ট হয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থ: সাঁওতালী কবিতা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক। গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

আনন্দকথা

শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি ও কালীবাড়ির দক্ষিণ-প্রান্তভাগে আর একটি নহবতখানা। দুই নহবতখানার মধ্যবর্তী উদ্যানপথ, ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব। ঊর্ধ্বে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ি, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন। আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণহৃদয় না বিগলিত হয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।
(গীতা—২/২২)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গোঘাটের মান্দারনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অস্বস্তিতে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এর মাঝেই তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কিছুতেই থামছে না আরামবাগ মহকুমায়। এদিন আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের মান্দারন অঞ্চলে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিনের ঘটনায় একজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন। আহত তৃণমূল কর্মীর নাম শেখ নুর আলম। ঘটনার সূত্রপাত ঈদের নতুন বস্ত্র বিতরণকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোঘাটের মান্দারন গ্রাম পঞ্চায়েতের শকুনজলা এলাকা। ঈদের উপহার বিতরণকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। একদিকে মান্দার পঞ্চায়েতের সদস্যার অনুগামী অন্যদিকে মান্দার অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতির অনুগামী। পঞ্চায়েত সদস্যা রূপসাদ পারভিনের মারাত্মক অভিযোগ। উনি মহিলা বলেন, বারে বারে হেনস্তা করা হচ্ছে। তার কোনও নিরাপত্তা নেই। অঞ্চল সভাপতি শেখ আধুল আলির অনুগামীরা গাছ কেটে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে সম্মতি না দেওয়ায় এই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। তার আরও অভিযোগ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর অনুগামীরা তাঁদের ভীষণভাবে হুমকি দিচ্ছেন। এমনকী একজন কর্মীকে মারধরও করা হয়েছে। আহত তৃণমূল কর্মী শেখ নুর আলম বলেন, এদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম অঞ্চল সভাপতির কয়েক লোকজনকে বলি, মিটিং না করে টাকা ও ঈদের বস্ত্র ভাগ হয়ে গেল। এ কথা বলার পরেই মারধর করে।

অপরদিকে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শেখ আধুল আলি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাল্টা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, এখন রোজা মাস চলছে। আমি কিছুই জানি না। খ বর নেব। আমি যেটুকু জানি, প্রধান ম্যাডাম সঠিক ভাবেই ঈদের জিনিস বিতরণ করেছেন। উনার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। জনগণ শেষ কথা বলবেন। উনি পার্টির কথা মানছেন না। অন্যদিকে এই নিয়ে বিজেপি কটাক্ষ করে বলে, এই সময়ও তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে এলাকা উত্তপ্ত। এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। এটা তৃণমূলের কালচার। তবে গোঘার দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, এটা ছোট বিষয়। পঞ্চায়েত সদস্যা সময় মতো পঞ্চায়েতে গিয়ে ঈদের জিনিস নেননি। তাই বুথ সভাপতিকে দেওয়া হয়। এটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

মধুচক্র চালানোর অভিযোগ, ঘটনায় প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত ১, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মধুচক্রের আসরের অভিযোগ তুলে জনৈক এক মহিলার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু তাই নয় মধুচক্রের আসরের একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাকি কয়েকজন যুবক ও যুবতী ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তার আগে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে এলাকারই এক যুবককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার সিঙ্গাতলা এলাকায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে একজনকে আটক করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম অভ্রজিত দাস (২৪) এদিন মধুচক্রের আসরের প্রতিবাদ জানিয়েছিল ওই যুবক। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তারপর অতর্কিত হামলা চালায়, তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আহত ওই যুবককে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সিঙ্গাতলা এলাকার বাসিন্দা মৌসুমী দাস, পাপিয়া দাস, নয়না মণ্ডলদের অভিযোগ, প্রতিদিনই বহিরাগত কিছু যুবক-যুবতী মোটর বাইক নিয়ে এলাকারই এক বাসিন্দা শিখা ঘোষের বাড়িতে এসে মদ, গাঁজার আসর বসায়। সেখানেই চলে মধুচক্রের ঠেক। এর আগেও এলাকাবাসী পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

শুক্রবার রাতে ওই বাড়িতেই মধুচক্রের আসর চলছিল। প্রথমে বিষয়টি জানতে পেরে অভ্রজিত দাস নামে এক যুবক প্রতিবাদ জানায়। তখনই ওই যুবককে মারধর করে মধুচক্রের সঙ্গে যুক্ত কারবরীরা। এরপর কয়েকজন যুবক যুবতী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে এলাকার মহিলারাই ওই বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার খ বর পেয়ে সিঙ্গাতলা এলাকায় পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মধুচক্রের অভিযোগে একজনকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু বাকিদের ধরতে পারেনি পুলিশ।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একজনকে আটক করা হয়েছে।

মেছোভেড়িতে যুবতীর অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য মিনাখাঁয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: মেছোভেড়ির মধ্যে থেকে এক যুবতী অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত ধুতুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীতলার কাহারপাড়া এলাকায়। যুবতীর পোশাক এলোমেলো ছিল। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, যুবতীকে খুন করে দেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনাখাঁর কাহারপাড়া শ্মশান সংলগ্ন নির্জন জায়গার মেছোভেড়িতে স্থানীয় বাসিন্দারা এক মহিলার দেহ ভেসে থাকতে দেখেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পর মিনাখাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। যুবতীর দেহ উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নির্জন জায়গার ওই মেছোভেড়িতে সাধারণত সন্ধের পরে কেউ আসেন না। সকালে চাষের কাজে যাওয়ার সময় তাঁরা যুবতীর দেহটি জলে ভেসে থাকতে দেখেন। পুলিশ জানিয়েছে, যুবতীর মাথায় ও পায়ে ভারী কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। তবে এখ নও পর্যন্ত ওই যুবতীর পরিচয় পুলিশ জানাতে পারেনি। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে চাপ চাপ রক্ত পড়ে রয়েছে। অন্য কোথাও ওই মহিলাকে খুন করে ওই জায়গায় ফেলা হয়েছে নাকি ওই মহিলাকে ওই জায়গায় এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কে বা কারা ওই যুবতীকে খুন করল, পুলিশ তা তদন্ত করছে।

ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলায় ঠাকুরবাড়িতে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলায় ঠাকুরবাড়িতে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ভালো কাজ হচ্ছে এখন কুকুরে কামরানো ভ্যাকসিনের অভাব নেই ঠাকুরবাড়ি এসে বললেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন। এদিন তিনি প্রথমে মতুয়া ধর্মের বড় মা বীণাপানি ঠাকুরের ঘরে যান। সেখানে তাকে তিলক ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মমতা ঠাকুর।পরবর্তীতে মমতা ঠাকুরের সঙ্গে বীণাপানি ঠাকুর ও তাঁর ঘরে প্রতিষ্ঠিত হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মাতার মূর্তিতে মাল্য দান করেন এবং হরিচাঁদ মন্দিরে প্রণাম করেন। প্রণাম শেষে ঠাকুরবাড়ির মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরে কর্মকাণ্ডের প্রসংশা করে বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের যে বিশাল কর্মকাণ্ড সেটা দেখার উদ্যেশ্যে এখানে আসা। পাশাপাশি তিনি বলেন, আমাদের যে সমস্ত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি আছে সে গুলিতে ১২ রকমের সুবিধা দেওয়া হয়। ঠাকুরবাড়িতে মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলিতে ভালো চিকিৎসা চলছে। তারপরও যদি মতুয়া মেলা কেন্দ্রিক আরও কিছু প্রয়োজন হয় আমরা ভাবনা চিন্তা করব। বনগাঁ মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন সময় কুকুরে কামড়ানো ভ্যাকসিন না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এ প্রসঙ্গ তিনি বলেন, সেই অভাবের দিকে আমাদের নজরে আছে। এখন সেই অভাব মিটে গেছে।

৩ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই মাদক কারবারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে মালদা টাউন স্টেশন চত্বর থেকে তিন লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করল এসটিএফ। উদ্ধার হয়েছে এক কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে। শনিবার ধৃত দুই মাদককারবারীকে মালদা আদালাতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম লক্ষ্মীকান্ত রায় ও রামপ্রসাদ সরকার। ধৃতদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গোদাগাড়ি এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো শিলচর থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেখান থেকে এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছিল ধৃতেরা। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, এই দিন মালদা টাউন স্টেশনে ওই দুইজন দুটি ব্যাগ নিয়ে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই সময় সাদা পোশাকে এসটিএফ কর্তারা জিআরপির সহযোগিতা নিয়ে অভিযান চালায়। আর তাতেই বেআইনি মাদক জাতীয় এই ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পঞ্চায়েতের সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার বিনপুর ২ ব্লকের হাড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাঁকরাইল গ্রামে একটি সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের কর্মী, সদস্য ও গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সচেতন গ্রামবাসীরা একমাস ধরে ব্যবহার করা যে সমস্ত পলিথিন ক্যারি ব্যাগ ও অন্যান্য অব্যবহার্য অপচনশীল বস্তু বস্তাবন্দি করে রেখে ছিলেন সেগুলি পঞ্চায়েতের বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িতে তুলে দেন। সেখ ানকার দোকান মালিকরা এই কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। দোকানদার শিবু বেজ বলেন, আমরা বহুদিন ধরে থার্মোকল ব্যবহার বন্ধ করেছি। এখন কাগজের বাটি ব্যবহার করছি। পঞ্চায়েতের অনুরোধ মেনে এবার থেকে শালপাতা ব্যবহার করব। এতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি দৃশ্য দূষণও কমবে। উপপ্রধান কিঙ্কর রাউত বাড়ির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে প্লাস্টিক পলিথিন এবং ক্যারিব্যাগ শুকনো অবস্থায় নির্দিষ্টি স্থানে জমা রাখার কথা বলেন।

নির্মাণ সহায়ক বৃহস্পতি মাহাতো জানান, হাড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্লাস্টিক দূষণমুক্ত একটি নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি গ্রামে এই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হবে। পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মী, সদস্যরা একযোগে কাজ করলে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবই। জিআরএস সুজিত মহাপাত্র, ভিএলই সুশোভন সরকার, সত্যজিৎ মুর্মু, অনন্ত প্রামানিক, গিরিধর প্রতিহাররা জানিয়েছেন, এভাবেই তারা নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলবেন।

ছোট ঝরিয়াতে তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতার আয়োজন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম ব্লকের ছোটো ঝরিয়াতে আয়োজিত তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মেতে উঠেছেন এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিন ছোট ঝরিয়া আদিবাসী পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী নৃত্য দলের সমন্বয়ে আয়োজিত হল তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতা।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

তন্ত্র সাধনায় শিশু বলি দেওয়ার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তন্ত্রবিদ্যা শিখতে এক দুধের শিশুকে বলি দেওয়ার চেষ্টা করায় প্রতিবেশী এক ব্যক্তি সহ তার পরিবারের পাঁচজনকে পুলিশ আটক করেছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায়। আটক ব্যক্তিদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের সার্দা গ্রামের এক শিশুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে তাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল প্রতিবেশী রঞ্জিত রুইদাস।

অভিযোগ, সার্দা গ্রামের প্রতিবেশী এক মা তার দুধের শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বাচ্চাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজ শুরু করেন । চারিদিকে খোঁজাখুঁজির পর এক প্রতিবেশী দেখতে পান পাশের বাড়ির একটি বন্ধ রুমের জানালাতে বাচ্চাটি গোটা গায়ে সিঁদুর মাখা অবস্থায় বসে রয়েছে। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি গিয়ে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তারপরেই রঞ্জিত রুইদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। জানা গেছে, বছরখানেক আগে থেকেই তান্ত্রিক বিদ্যা শিখছেন অভিযুক্ত রঞ্জিত রুইদাস। এজন্য বেশ কয়েক মাস ধরেই তার উপর নজর রাখছিলেন প্রতিবেশীরা।

সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার সন্ধ্যায় নয়াগ্রাম ব্লকের বড় নিগুই গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়খেলাড় গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতি জোরদার করে। এদিনের ইফতার অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেলাম। এছাড়াও পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানান তিনি।

প্রোগ্রেসিভ হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশনের সভা বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের দিকে জোর দিয়েছেন। বিরোধীরা যতই নিন্দা করুন না কেন উন্নয়ন থমকে থাকবে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। শনিবার বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে প্রোগ্রেসিভ হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এসে এমনই মন্তব্য করেন সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। এদিনের সভায় শশী পাঁজা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বারাসাত হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

এদিন শশী পাঁজা আরও বলেন, এই সংগঠন শুধু মাত্র রাজ্য স্তরেই থাকবে না। প্রতিটি জেলা স্তরে থাকবে। জেলাতেও কমিটি তৈরি হবে। আজ এক্সটেন্ডে স্ট্রেট লেভেল কমিটির কিছু নাম ঘোষণা করা হল বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক। প্রতিটি জেলা যাতে রিপ্রেজেনটেশন পায়। এবার জেলা স্তরেও প্রোগ্রেসিভ হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশন কমিটির ইউনিট তৈরি হল। স্টেট ইউনিটের প্রেসিডেন্টই জেলা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই থাকবেন। ফলে জেলার সঙ্গে রাজ্য একটা সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে চলবে। রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ওয়েস্ট বেঙ্গল জেডিএ তৈরি হবে। জেলা স্তরের ইউনিট প্রতিটি জেলা হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, সহ তৃণমূল স্তরের সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে দেখ বেন সেখানে কোনও সমস্যা আছে কিনা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যই তারা কাজ করবেন। পাশাপাশি তিনি এদিন কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। তিনি বলেন, বাংলাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে একটি অঙ্গরাজ্যকে এভাবে বঞ্চনা করা যায় না। বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা আরো খারাপ। সেখানে বাংলা অনেক কিছুতেই এগিয়ে। সব থেকে বেশি কর্মসংস্থানের অভাব এই বিজেপির আমলে। অনেক সুযোগ সূচকে পিছিয়ে ভারতবর্ষ। মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ডে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। যেটা বাংলা করে দিখিয়েছে। তাই ওদের সমস্যা হচ্ছে বলে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। ধর্ম, ভাষা, জাতি নিয়ে রাজনীতি কেন হবে। এসব০ নিয়ে সমাজনীতি হয়, সমাজ কল্যাণ হয় কিন্তু রাজনীতি হয় না। প্রতিনিয়ত ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের ধর্মের এজেন্ডা নিয়ে ভাবছেন। মানুষের এজেন্ডা নিয়ে ভাবছেন না বলে দাবি করেন শশী পাঁজা।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, **মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড (কোম্পানি)** অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) ভিডিও কনফারেন্স (**'ভিসি'**)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (**'ওএভিএম'**) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ দপুর ১২.৩০টায়** যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যাক্ট) প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস অধীনে ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য এবং জেনারেল সার্কুলার ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস'' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ (''সেবি সার্কুলার'') কর্তৃক ইসু করা অধীনে, সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি কোম্পানির ইজিএম–এর নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, ধারা ১০২ (১) এবং ধারা ১১০ এবং কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালার ধারা ১১০ এবং বিধি ২২ অনুযায়ী ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি রয়েছে, যাদের ইলেক্ট্রনিক ঠিকানা ২৯ মার্চ ২০২৫ তারিখ সদস্যদের ই-মেইল করা হয়েছে। কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। ইজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা পূর্বোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল **www.evoting.nsdl.com**-এ পাওয়া যায়।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে ইজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্য ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (''এসএস-২'') সেবি লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি ইজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছে। ''কাট-অফ ডেট'' অর্থাৎ মঙ্গলার ১৫ এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালইজেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য **www.evoting.nsdl.com** -তে এনএসডিএলের (''রিমোট-ই-ভোটিং'') বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) ইজিএমের নোটিশে বর্ণিত বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ২১ এপ্রিল ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে ভোটদানের জন্য। কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।

গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৫ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানুপাতিক হবে।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার ইজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধভুক্ত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য ইজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল ২০২৫ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লভ -কে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতা, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন /অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন **www.evoting.nsdl.com** -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন, এমন সদস্যরা **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং - সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৫১, নির্ধারিত ইমেল আইডিতে: **AmitV@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in** বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি উল্লেখ করে **secretarial.legal@simplexinfra.com** অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার /আপডেট করতে পারেন ইজিএম নোটিশ পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৯ মার্চ, ২০২৫

পঞ্চায়েতের ইনকাম সার্টিফিকেটে প্রাক্তন প্রধানের সই, শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বিধানসভা কেন্দ্রে এমন গুরুতর অভিযোগকে ঘিরে শোরগোল পরে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বাদের প্রকল্প রূপশ্রীর ইনকাম সার্টিফিকেটে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানের সাক্ষরের জায়গায় রয়েছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের সাক্ষর। যাকে ঘিরে তোলপাড় কাঁকসার মলানদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্তমান পঞ্চায়েত উপপ্রধান বিশ্বরূপ চ্যাটার্জির অভিযোগ, এটি ভয়ঙ্কর অপরাধ। ওই সার্টিফিকেট ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত বাজেয়াপ্ত করেছে।

স্থানীয় মলানদিঘি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগও করেছে পঞ্চায়েত। জানানো হয়েছে দলের উচ্চ নেতৃত্ব ও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে।

দলের একাংশ তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্র

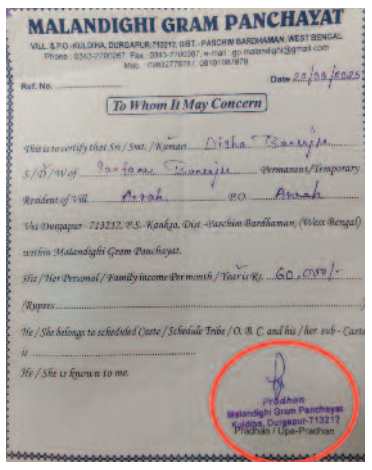

MALANDIGHI GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O.-KULDIHA, DURGAPUR-713212, DIST.-PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL
Phone: [illegible] Fax: [illegible] e-mail: [illegible]
Mob.: [illegible]
Ref. No. .... Date 20/03/2025
To Whom It May Concern
This is to certify that Sri / Smt. / Kumari Ditha Banerjee
S/D/W of Santanu Banerjee Permanent/Temporary
Resident of Vill. Arrah P.O. Arrah
Via Durgapur - 713212, P.S.-Kanksa, Dist.-Paschim Bardhaman, (West Bengal)
within Malandighi Gram Panchayat.
His / Her Personal / Family income Per month / Year is Rs. 60,000/-
(Rupees ....)
He / She belongs to scheduled Caste / Schedule Tribe / O.B.C. and his / her sub-Caste is ....
He / She is known to me.
Pradhan
Malandighi Gram Panchayat
Kuldiha, Durgapur-713212
Pradhan / Upa-Pradhan

করেছে।এতে বিরোধীরা অক্সিজেন পাবে বলে পালটা দাবি করেছেন পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পীযূষ মুখোপাধ্যায়। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন পীযূষ মুখোপাধ্যায়। গত পঞ্চায়েত ভোটে পীযূষবাবু আর নির্বাচনে দাঁড়াননি। বর্তমানে মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছেন পাকুমনি সোরেন।পঞ্চায়েত উপপ্রধান বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি।

তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে থাকা আররা এলাকার এক বাসিন্দা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য শুক্রবার একটি ইনকাম সার্টিফিকেট জমা দেন পঞ্চায়েতে। আর সেই ইনকাম সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন করতে গিয়েই হতবাক হয়ে যান তাঁরা। ওই ইনকাম সার্টিফিকেটে সাক্ষর থাকার কথা বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান পাকুমনি সোরেনের, কিন্তু সেই সার্টিফিকেট চলতি মাসের ২০ তারিখ ইস্যু হলেও সেখানে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানের সাক্ষরের জায়গায় প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান পীযূষ মুখোপাধ্যায়য়ের স্বাক্ষর কী ভাবে চলে এলো সেটা দেখে ধোঁয়াশা রয়েছে। দেখার পরেই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য ও কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নব কুমার সামন্তকে। পরে কাঁকসার মলানদিঘি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পঞ্চায়েত।

দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের অভিযোগ, দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে তৃণমূল, আর এই ঘটনা তারই প্রমাণ। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বও। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, কী ভাবে ২০২৫ সালের চলতি মাসে ইস্যু হওয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প রূপশ্রীর ইনকাম সার্টিফিকেটে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানের সাক্ষরের জায়গায় প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর হয়ে গেল তা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন। এই প্রকল্পেও হেরাফেরি চলছে বলে অনুমান তাঁর।

আইসিডিএস কেন্দ্রে একমাত্র পানীয় জলের কল খারাপ, সমস্যায় সকলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একমাস আগে নষ্ট হয়েছে আইসিডিএস কেন্দ্রে একমাত্র পানীয় জলের কল, পঞ্চায়েতকে জানিয়েও হয়নি সুরাহা, মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় রান্নার কাজ, চরম সমস্যায় আইসিডিএস কেন্দ্রের শিশু ও মায়েরা, বিজেপি পঞ্চায়েত তাই এলাকার এই সমস্যা দাবি পঞ্চায়েত সদস্যের।

সোনামুখী ব্লকের পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবডাঙা ১১৩ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্র এখানে পানীয় জল খাওয়ার জন্য রয়েছে একটি সিলিন্ডার কল। একমাস ধরে এই কল নষ্ট হয়েছে। পড়ছে না জল। স্বাভাবিক ভাবেই আইসিডিএস কেন্দ্রে রান্না করতে গেলে রাঁধুনিদের জলের ব্যবস্থা করতে হয় গ্রামের এর ওর বাড়ি থেকে। কাছে পিঠে নেই জলের ব্যবস্থা। চরম সমস্যায় দিদিমণি থেকে শিশু এবং শিশুর মায়েরা। একেই গ্রীষ্মকাল তার ওপর জল নেই।

অভিভাবকদের অভিযোগ, ছোট ছোট শিশুদের খাবার খেতে গিয়ে গলায় লেগে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় আইসিডিএসের রান্নার কাজ। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে শিশুদের আইসিডিএসে না পাঠানোর হুঁশিয়ারি অভিভাবকদের। অভিভাবকরা জানাচ্ছেন, দিদিমণিকে বলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। আইসিডিএস কেন্দ্রের দিদিমণির দাবি তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানিয়েছেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু এখনও জলের কল ঠিক হয়নি তাই সমস্যায় পড়তে হয় তাদেরও।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানান, তিনি ও দায়িত্ব করে প্রধানকে বিষয়টি বলেছেন তারপরেও প্রধান গুরুত্ব দেয়নি। তিনি আরও জানান, বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েত তাই কোনও কাজ হয় না এবং যেহেতু ওই পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের তাই এলাকাকে বঞ্চিত রেখেছে প্রধান। পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বন্দনা ঘোষের দাবি, 'দু'দিন আগে আমরা বিষয়টা জানতে পেরেছি, ইতিমধ্যেই মিস্ত্রিকে বলা হয়েছে আজকের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত সদস্য যেটা বলছে সম্পূর্ণ মিথ্যা, উনি পঞ্চায়েতে জানাননি বিষয়টি।'

মালদার ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির অবরোধ ও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মালদায় গত কয়েকদিন আগে সনাতনী দের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর, লুঠপাট করার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে পানাগড় বাজারে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি রাজ্যের মুখ মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

এদিন প্রথমে পানাগড় বাজারে প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে নিয়ে মালদার ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। মিছিল পানাগড় বাজারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে শেষ করে সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভ উঠিয়ে দেয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বর্ধমান সদরের জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা,বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল, আনন্দ কুমার, পরিতোষ বিশ্বাস, মণ্ডল সভাপতি প্রশান্ত রায়, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

রমন শর্মা বলেন, রাজ্যে যে পরিস্থিতি চলছে তা বাংলাদেশের মত অবস্থায় পরিণত হতে যাচ্ছে। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার প্রশাসন মালদার ঘটনা আটকাতে পারছে না।জিহাদি মনোভাপন্ন এক শ্রেণীর মানুষ উন্মাদ হয় উঠেছে আর বেছে বেছে সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর আক্রমণ করছে। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর করার পাশাপাশি লুঠপাট চালাচ্ছে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন কোনও রকম পদক্ষেপ নেয়নি এখনও পর্যন্ত যারা এই ঘটনায় দোষী। তাই যতদিন এই সরকার থাকবে আর হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হবে, ততদিন তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

নিকাশি নালায় মানব ভ্রুণ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিকাশি নালার মধ্যে মানব ভ্রূণ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়া শহরে। শনিবার সকালে শহরের সতীঘাট এলাকার এক নিকাশি নালা থেকে পুলিশ ওই ভ্রূণটি উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা হিসেবে পরিচিত সতীঘাটের একটি নিকাশি নালার মধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এদিন সকালে ওই মানব ভ্রূণটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানায়। পরে পুলিশ এসে ওই ভ্রূণটি উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী প্রত্যেকের মনেই প্রশ্ন এই জায়গায় এই ভ্রূণটি কিভাবে এল? অনেকের ধারণা অন্য কোথাও ফেলা হয়েছিল, পরে তা ভেসে এখানে এসে থাকতে পারবে। আবার এর পিছনে কোনও 'অপকর্ম' থাকতে পারেও কেউ কেউ মনে করছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ভ্রূণটি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কাঁকসা ও আউশগ্রামের জঙ্গলে ঘনঘন আগুন লাগার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিত্যদিন কাঁকসা ও আউশগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনায় চিন্তায় পড়েছে বন দপ্তর। মাঝে মধ্যেই জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। তবে এই আগুন নিজে থেকে লাগছে না। কেউ বা কারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বলে দাবি বন দপ্তরের। যদিও এই আগুন লাগার হাত থেকে জঙ্গল কে বাঁচাতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যেই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে ক্যাম্প করে সেখানকার মানুষদের সচেতন করার কাজ করা হলেও কোনও ভাবেই আগুন লাগানো বন্ধ করা যাচ্ছে না।

শনিবার দুপুরে কাঁকসার ধোবারু এলাকার জঙ্গলে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। রাজ্য সড়কের দু'ধারে আগুন লাগার ফলে রাজ্য সড়ক ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দেয়। চলছে গ্রীষ্মকাল। কাঁকসার ঘন জঙ্গলে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে পাতা। সেই জমে থাকা পাতায় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে বন দপ্তরকে খবর দিলে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।

জানা গিয়েছে, এই জঙ্গলে রয়েছে ব্যাপক সংখ্যায় ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, নানান জীবজন্তু। জঙ্গলে আগুন লাগার ফলে বন সম্পদের ক্ষতির পাশাপাশি পশুপাখির মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, দু' কিলোমিটার জুড়ে জ্বলতে থাকা আগুন গিয়ে পৌঁছয় ধোবারু গ্রামের কাছে। যদিও বনকর্মীরা এদিন মেশিনের সাহায্যে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

ইদ উপলক্ষে সংখ্যালঘুদের নিয়ে পুলিশের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পবিত্র ইদ উপলক্ষে লাউদোহার ফরিদপুর থানার উদ্যোগে এলাকার সমস্ত সংখ্যালঘু ভাইদের নিয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক অফিসে।

এই দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘু ভাইয়েরা এছাড়াও লাউদোহার ফরিদপুর থানার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এসিপি অণ্ডাল পিন্টু সাহা, সিআই বি পিন্টু মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেনলাউদোহার ফরিদপুর থানার ওসি বিজয় দলপতি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন থানার বিভিন্ন অফিসারেরা। পুলিশপ্রশাসনের আধিকারিক ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ সৌ মণ্ডল প্রমুখ। পবিত্র ইদ উপলক্ষে সবাই উপস্থিত সকল সংখ্যালঘু ভাইদের হাতে সামান্য উপহার তুলে দেওয়া হল এদিন।

এদিনের এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আগামী ইদের শুভেচ্ছা জানান পাশাপাশি তিনি বলেন, সংখ্যালঘু ভাইদের নিয়ে পবিত্র ইদ উপলক্ষে যে আলোচনা সভাটা অনুষ্ঠিত হল এটা একটা ফলপ্রসূ সভা। তিনি বলেন, তার বিশ্বাস ইদ উৎসব খুব ভালো ভাবেই কাটবে এলাকায়। সভার শেষে তিনি সকল ইমাম এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের ইদের শুভেচ্ছা জানান।

আসামিকে হেপজতে নিয়ে বাইক উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আসামিকে হেপাজতে নিয়ে চুরির বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। অণ্ডাল থানার ঘটনা। ২৩ ফেব্রুয়ারি অণ্ডালের ভাদুর গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব দে নামে এক ব্যক্তির বাইক চুরি হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় প্রবোধ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে। কোর্টের নির্দেশে ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে শুক্রবার একটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। তবে উদ্ধার হওয়া বাইকটি জয়দেব দের নয় বলে জানা যায়। উদ্ধার হওয়া বাইকটির প্রকৃত মালিকের খোঁজের পাশাপাশি অভিযোগকারী জয়দেব দের চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে বলে থানার এক আধিকারিক জানান।

শনিবার অভিযুক্ত প্রবোধ মণ্ডলকে ফের পেশ করা হয় আদালতে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটি থানার চৌরঙ্গিফাঁড়ির অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দামাগোড়িয়া এলাকার হোটেলের সামনে থেকে চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে মোটর বাইক সহ আটক করে এক যুবককে। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর উদ্ধার হয় ম্যাগাজিন ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যুবকের নাম রেহান রাজা (২২) ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের অনুমান, এলাকায় বড়সড় কোন অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য এসেছিল। শনিবার আসানসোল আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে তোলা হলে অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মালদায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শনিবার নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের সমুদ্রগড়ে এসটিকেকে রোডে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন। শনিবার বিকেলে পথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। দীর্ঘ প্রায় ২৫ মিনিট পথ অবরোধ কর্মসূচি চলে। পরে নাদনঘাট থানার পুলিশ পৌঁছে অবরোধ তুলে দেয়।

সমুদ্রগড়ে বিজেপির চার নম্বর মণ্ডল সভাপতি তাপস হালদার বলেন, কয়েকদিন আগে মালদায় হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদে শনিবার তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি পথ অবরোধ করেন। আগামী দিনেও তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে জানান তিনি। ব্যস্ততম এসটিকেকে রোড অবরোধ করার ফলে পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। দীর্ঘ সময় অবরোধ থাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু মানুষ বলেন পথ অবরোধ করে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। পথ অবরোধের ফলে মানুষের হয়রানি বাড়ে তবু কমে না।

ভাগীরথীর জলে নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শনিবার সকালে ভাগীরথী নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ১ ছাত্র। শনিবার সাত সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার কালনা থানার ধাত্রীগ্রামের পিয়ারিনগর জিবিএম ঘাটে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে রোহিত দেবনাথ ও সায়ন বিশ্বাস নামের ২জন গঙ্গাস্নান করতে আসে গঙ্গার ঘাটে। সম্পর্কে তারা মামা ভাগ্নে হয়। স্নানের জন্য তারা সকালেই ভাগীরথীর জলে নামেন। হঠাৎ করেই তারা দুজনে জলে তলিয়ে যেতে থাকে। তাদের মধ্যে সায়ন বিশ্বাস (ভাগ্নে) কোনও রকমে সাঁতরে পারে উঠে আসে। অপরজন ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যায়। জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া যুবকের নাম রোহিত দেবনাথ (মামা)। তার বাড়ি বর্ধমানের কালনা গেট নারী মোড় এলাকায়। সে বর্ধমান রাজ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান সায়ন বিশ্বাস। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ। আসে ডুবুরিও। নিখোঁজ যুবককে খোঁজার জন্য জোরকদমে শুরু হয় ভাগীরথী নদে তল্লাশি অভিযান। নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় কালনা থানার পুলিশ ও প্রশাসন। তবে এদিন সন্ধ্যাতেও তল্লাশি চালিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করা যায়নি বলেই শেষ পাওয়া খবর।

নিরাশ্রয় বৃদ্ধকে আশ্রয় পুলিশকর্মীর

বনস্পতি দে ● হুগলি

নিরাশ্রয় বৃদ্ধকে আশ্রয় দিলেন পুলিশ কর্মী সুকুমার উপাধ্যায়। কালীমন্দির থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নবজীবনে থাকার ব্যবস্থা করলেন। পরিবার থেকেও নেই, পথে পথে ঘুরে দোকানের সামনে, মন্দিরে কোনওভাবে দিন কাটছিল চুঁচুড়ার বৃদ্ধ বিমল বিশ্বাসের। আশ্রয় পেয়ে পুলিশকর্মীকে জড়িয়ে ধরে কান্না বৃদ্ধের, চোখের জল মুছলেন পুলিশকর্মীও।

একসময় গাড়ি চালাতেন থাকতেন হেমন্ত বসু কলোনির ভাড়া বাড়িতে। বয়সের কারণে এখন আর কাজ করতে পারেন না। বাড়ি ভাড়াও দিতে পারেননি। তাই নিরাশ্রয় হতে হয়। বেশ কিছুদিন ধরে চুঁচুড়া চকবাজারে একটি ফার্নিচারের দোকানের সামনে আশ্রয় নিয়েছিলেন ষাটোর্ধ্ব বিমল বিশ্বাস। পথে পথে ঘুরে কোনও ভাবে খাবার জোগার হলেও রাতে থাকবেন কোথায়? চকবাজারে একটি ফার্নিচারের দোকানে আশ্রয় চান। দোকান ব্যবসার জায়গায় বলে দোকানের ভিতরে থাকতে দিতে চাননি ব্যবসায়ী।

তবে শীতের ঠান্ডার কোথায় যাবেন ভেবে দোকানের সামনে থাকতে দেন। দোকানি লক্ষীনারায়ণ ঘোষ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। হঠাৎ করে মাস দু'য়েক আগে এসে আমাকে বলে যে দোকানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু ব্যবসায়িক জায়গা বলে আমি দোকানে থাকতে দিন। তবে আমার দোকানের সামনে বারান্দায় অনেকটা জায়গা আছে। সেখানেই কম্বল দিয়ে তাকে থাকার ব্যবস্থা করি। কিছুদিন আগে রাতের বেলায় এক যুবক বৃদ্ধকে বেধড়ক মারধর করে। যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। তারপর থেকেই এই কালীমন্দিরে বৃদ্ধের আশ্রয় ছিল। পুলিশকর্মী সুকুমারবাবু তার জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা করেছেন এটা খুব ভালো কাজ। ব্যাগপত্র যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে পুলিশ কর্মী বৃদ্ধকে তার বাইকে চাপিয়ে চুঁচুড়া হাসপাতালের কাছে প্রতাপপুরে নবজীবনে নিয়ে যান।'

শহরের গৃহহীন মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য চুঁচুড়া পুরসভার উদ্যোগে কয়েকদিন আগেই চালু হয় নবজীবন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ লাইনে কর্মরত কনস্টেবল সুকুমার উপাধ্যায়ের আগেও বহু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভবঘুরে বা পরিবার থেকে বিতাড়িত এমন মানুষদের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করেছেন। বিমল বিশ্বাস এর যেহেতু কোনও বাড়িঘর নেই তার পরিবারের কেউ খোঁজ নেয় না।

তাই তার জন্য নবজীবনে থাকার ব্যবস্থা করেন তিনি। কয়েকদিন আগেই চকবাজার কালীমন্দিরে বৃদ্ধকে শুয়ে থাকতে দেখেন সুকুমার। যেহেতু এই ধরনের মানুষের জন্য কাজ করেন। তাই নিজেই বিমল বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন তার ঘটনা। এরপর চুঁচুড়া পুরসভায় গিয়ে দেখা করে কথা বলেন। একজন গৃহহীন বৃদ্ধকে কী ভাবে নবজীবনে আশ্রয় দেওয়া যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেন। পুরসভার নির্দেশে আশ্রয় মেলে বৃদ্ধের।

নতুন থাকার জায়গা পেয়ে বৃদ্ধ পুলিশকর্মীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, তখন সুকুমারের চোখেও জল। দৃষ্টিহীন দম্পতির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়েকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়াই হোক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য বলেই মনে করেন সুকুমার। পুলিশকর্মী বলেন, নিজের যেটুকু ক্ষমতা সেটুকু দিয়েই মানুষের পাশে দাঁড়ালে কিছু মানুষের উপকার হয়। সবারই যদি কিছু কিছু চেষ্টা থাকে। সেটা তখন অনেক মানুষের কাজে লাগে।

রেল দপ্তরের উচ্ছেদের প্রতিবাদে স্টেশন ম্যানেজার সহ একাধিক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নবদ্বীপ স্টেশনে শনিবার সকালে স্টেশন ম্যানেজার সহ একাধিক দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্রপাড়া ঘাট এলাকায় রেলের জায়গায় বসবাসকারী হতদরিদ্র মানুষদের উন্নয়নের নামে উচ্ছেদের লাগাতার চাপ সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে রেল দপ্তরের বিরুদ্ধে, তারই প্রতিবাদে স্টেশন ম্যানেজার সহ একাধিক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে ২০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর ঊষা রায় সহ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশিস চক্রবর্তী, দেবাশিস ঘোষ স্বপন আচার্য এবং আইএনটিটিইউসি সভাপতি ভানু সাহা সহ দলীয় কর্মী ও রেলের জায়গায় বসবাসকারী অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মানুষজন।

স্মারকলিপি গ্রহণের পর উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বকে স্টেশন ম্যানেজার বিধানচন্দ্র রায় বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজের জন্য উচ্ছেদের প্রয়োজন। না হলে কাজ আটকে যাবে। অপরদিকে তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন আচার্য জানান। চক্রান্ত করে ও ষড়যন্ত্র করে হতদরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদ করাই মূল লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদি সরকারের। তার বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

চেন্নাইয়ের পিচ বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বেঙ্গালুরুর কাছে ঘরের মাঠে ১৭ বছর পর হেরে গিয়ে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং জানিয়েছিলেন, তাঁরা ঘরের মাঠের সুবিধা পাচ্ছেন না। সেই মন্তব্যে অবাক চেতেশ্বর পুজারা। তিনি জানিয়েছেন, চেন্নাই এমন একটা দল যারা বরাবর নিজেদের শক্তি অনুযায়ী পিচ তৈরি করে।

এক ওয়েবসাইটে পুজারা জানিয়েছেন, দীপক হুডা, শিবম দুবে, স্যাম কারেন এবং সর্বোপরি মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। পুজারা বলেছেন, তচেন্নাইয়ের হয়ে খেললে অভিযোগ করার কোনও জায়গা নেই। ওরা এমন একটা দল যারা সব সময় নিজেদের সুবিধা মতো পিচ তৈরি করে। যদি ফ্লেমিং বলে যে ঘরের মাঠের সুবিধা পাচ্ছে না, তা হলে সেটা অবাক করার মতোই।

পুজারার মতে, চেন্নাইয়ের পাশাপাশি মুম্বই, কলকাতাও নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পিচ তৈরি করে। তাঁর কথায়, অুম্বই, চেন্নাই, কলকাতার পিচ নিয়ে অভিযোগ না করাই উচিত। অন্য কোনও দল হলে বুঝতাম।

দ্বিতীয় ম্যাচে হার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের
মহম্মদ সিরাজের দুর্দান্ত বোলিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ম্যাচ, নানা দিক। শুভমন গিল বনাম অভিজ্ঞ হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যাপ্টেন্সি। মরসুমের হার্দিকের প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স। মহম্মদ সিরাজের দুর্দান্ত বোলিং। সব মিলিয়ে জমজমাট একটা ম্যাচ দেখল আমেদাবাদ। যদিও জোড়া অস্বস্তিও রয়েছে। বাউন্ডারিতে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট লাগে সাই সুদর্শনের। আবার ব্যাটিংয়ের সময় হেলমেটে বল লাগে সূর্যকুমার যাদবের। ১৯৭ রানের টার্গেট তাড়ায় নেমে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ তোলে মুম্বই। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ৩৬ রানের জয় ছিনিয়ে নিল শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স।

টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন মুম্বই ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়া। গত ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। 'ঘরে ফেরার' ম্যাচে জয়ে ফেরা হল না। হার দিয়ে অভিযান শুরু হয়েছিল, এই ম্যাচেও হার। অথচ তাঁর ক্যাপ্টেন্সি এবং বোলিং পারফরম্যান্স খুবই ভালো। গুজরাট টাইটান্স ওপেনিং জুটিতে তোলে ৭৮ রান। জস বাটলারও দারুণ একটা ইনিংস খেলেন। ১৭৯-৩ থেকে বিপর্যয়। মুম্বইকে ১৯৭ রানের টার্গেট দেয় গুজরাট টাইটান্স। শিশিরের প্রভাব, আমেদাবাদের পিচে এই টার্গেট সহজ বলাই শ্রেয়।

রান তাড়ায় শুরুতেই মুম্বইকে জোরালো ধাক্কা দেন ছন্দহীন' সিরাজ। দীর্ঘ দিন পর আত্মবিশ্বাসী বোলিং। ইনিংসের প্রথম ওভারেই ব্যাট-প্যাডের গ্যাপে রোহিত শর্মাকে বোল্ড করেন সিরাজ। আর এক ওপেনার রায়ান রিকলটনকেও ফেরান সিরাজই। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে তিলক ভার্মা ও সূর্যকুমার যাদব ইনিংস মেরামতিও করেন। কিন্তু তিলকের উইকেটের সঙ্গেই অস্বস্তি বাড়তে থাকে। ক্রমশ খোলসে ঢুকে পড়ে মুম্বই। ২৮ বলে ৪৮ রানের ইনিংস সূর্যকুমার যাদবের। নমন ধির ও মিচেল স্যান্টনার হারের ব্যবধান কিছুটা কমান।

আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ছাঁটাই দোরিভাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিতে থেকে শুরু, দোরিভালে শেষ। তিন বছরে ৪ কোচ ছাঁটাই ব্রাজিলে। আর্জেন্টিনার কাছে ১-৪ হারের পরই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন দোরিভাল জুনিয়র। তারই জেরে দেশে ফেরা মাত্রা জাতীয় টিমের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হল দোরিভালকে। লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ যোগ্যতা পর্বে ব্রাজিল বেশ চাপে। পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে রয়েছে তারা। নতুন কোচ এসে কি সেই চাপ কাটাতে পারবেন? ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন এমন কাউকে চাইছে, যিনি পুরো টিমের ভোলবদল করে দেবেন।

২০২৪ সালে ব্রাজিলের কোচ হয়েছিলেন দোরিভাল। ব্রাজিলের হয়ে ১৬টি ম্যাচে কোচিং করিয়েছেন। জিতেছেন ৭টি ম্যাচ, ড্র ৬টি। এবং তিনটি ম্যাচে হার। প্রশ্ন হল, দোরিভালের পরিবর্তে কে হবেন ব্রাজিলের কোচ? দু'জনের নাম ঘুরছে। এই দুজনের কেউ যদি কোচ হন, ব্রাজিল ফুটবলে তৈরি হবে নতুন ইতিহাস। প্রথম জনের নাম কার্লো আন্সেলত্তি। দোরিভালের আগে আন্সেলত্তিকেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কোচ হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি রাজি হননি। শোনা গিয়েছিল, তখন ব্রাজিলের দায়িত্ব নিতে তৈরি ছিলেন না আন্সেলত্তি। পরিস্থিতি নাকি বদলেছে অনেকটাই। আন্সেলত্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট রড্রিগেজ। শুধু আন্সেলত্তিই নন, সৌদি লিগের টিম আল হিলালের কোচ জর্জে জেসুসের সঙ্গেও নাকি কথাবার্তা চলছে। এঁদের কেউ কোচ হলে ব্রাজিল জাতীয় টিমে প্রথম কোনও বিদেশি কোচ দেখা যাবে।

আবার প্রেসিডেন্ট ভোটে জেতা রড্রিগেজ ব্রাজিলের সাম্প্রতিক ফলে খুবই হতাশ। দায় যে তাঁর উপর বর্তাচ্ছে, ভালোই জানেন। আর তাই জাতীয় টিম যাতে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের বড় কোনও ট্রফি নেই। আন্সেলত্তি বা জেসুস যে-ই কোচ হোন না কেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ছত্তিশগড়ে ১৬ মাওবাদী হত্যা, নিরাপত্তাবাহিনীর প্রশংসা শাহর

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: শুধুমাত্র শান্তি এবং উন্নয়নই দিনবদলের একমাত্র পথ। অস্ত্র কিংবা হিংসা দিয়ে পরিবর্তন আনা যায় না। ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ১৬ জন মাওবাদীর মৃত্যুর পর এমনটাই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের সুকমায় এক অভিযানে ১৬ জন মাওবাদীর মৃত্যুর ঘটনায় নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেছেন শাহ। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও। এর পরেই শাহ বলেন, 'এটি মাওবাদের উপর আর একটি চূড়ান্ত আঘাত।' উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই প্রতিশ্রুতির কথা আরও এক বার মনে করিয়ে দিয়েছেন শাহ। অভিযানের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সমাজমাধ্যমে শাহ লেখেন, 'নকশালবাদের উপর আরও এক বার আঘাত নেমে এল! আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সুকমায় একটি অভিযানে ১৬ জন নকশালকে নিহত করেছে এবং বিপুল পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের আগেই দেশ থেকে নকশালবাদকে নির্মূল করব।'

পাশাপাশি, সশস্ত্র আন্দোলনে জড়িতদেরও বার্তা দিয়েছেন শাহ। তিনি আরও বলেন, 'যাঁদের কাছে এখনও অস্ত্র রয়েছে, তাঁদের প্রতি আমার একটাই আবেদন, অস্ত্র এবং হিংসা কখনও পরিবর্তন আনতে পারে না; কেবল শান্তি এবং উন্নয়নই পারে।' গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে ছত্তিশগড়ের সুকমা-দান্তেওয়াড়া জেলার সীমানায় উপমপল্লি কেরলাপাল এলাকায় জঙ্গলে অভিযান শুরু করে সিআরপিএফ, ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় চিরুনিতল্লাশি। বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। রাতভর গুলির লড়াইয়ের পর মোট ১৬ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। তবে নিহত মাওবাদীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, আগেও ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। ২০২৩ সালে বিজেপি ছত্তিশগড়ের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পুরো শক্তি কাজে লাগিয়ে মাওবাদী দমন অভিযান চলছে। গত ২২ মার্চ সংসদেও সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন শাহ। পাশাপাশি, পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে শাহ জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৬,৪৬৩টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। শহিদ হয়েছেন ১,৮৫১ জন নিরাপত্তা কর্মী। যদিও গত দশ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার ঘটনা ৫৩ শতাংশ কমেছে। নিরাপত্তাকর্মী নিহত হওয়ার সংখ্যা ৭৩ শতাংশ কমেছে বলে দাবি শাহের।

পুত্রের আশায় যমজ কন্যাকে আছড়ে খুন

রাজস্থানে গ্রেপ্তার বাবা

জয়পুর, ২৯ মার্চ: যমজ কন্যাসন্তান হওয়ায় দুই সন্তানকে আছড়ে খুন করল বাবা। রাজস্থানের সিকর জেলার ঘটনা। স্ত্রী কেন কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এই রাগে পাঁচ মাসের দুই সন্তানকে মেঝেতে আছড়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার অভিযুক্ত ব্যক্তি অশোক কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সিকরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রোশন কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত অশোক তাঁর দুই কন্যা নিধি এবং নভ্যাকে খুন করে তাদের দেহ মাটিতে পুঁতে প্রমাণ লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অশোকের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন কেন, তা নিয়ে স্ত্রী অনিতার সঙ্গে বেশ কিছু দিন ধরেই অশান্তি হচ্ছিল।

বৃহস্পতিবার সেই অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, তার পরই নিধি এবং নভ্যাকে মেঝেতে আছাড় মারেন অশোক। গুরুতর জখম হয় দুই শিশুই। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার পর দুই কন্যার দেহ মাটিতে পুঁতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেন।

অশোক এবং অনিতার আরও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। তাঁর বয়স পাঁচ বছর। তাঁকেও খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গত বছরের ৪ নভেম্বর নিধি এবং নভ্যার জন্ম হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অনিতা। তাঁর অভিযোগ, প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের শিকার হতে হয়। পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য অনিতার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে দাবি। গত বছরের নভেম্বরে আবার দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় অশান্তি চরমে ওঠে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide tender **no. WBMAD/ CM/UHWC/NIT-1(3rd)/ 24-25 & tender id 2025_MAD_830958_1** for renovation of UHWC. For further details please visit **www.wbtenders.gov.in**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৫৮, তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩১৪-আর। কাজের নাম ঃ** (১) 'হাওড়া ডিভিসনে (০৯টি স্থানে) হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) প্রতিষ্ঠা'-র পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (২) 'বেলানগর স্টেশন সীমার মধ্যে এলসি গেট নং. ৫/বি/টি/এসপিএল-এর নিকটে কিমি ১০/১৮-২০-তে আপ এইচবিসি লাইনে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচএবিডি)-প্রতিষ্ঠা'-র পরিপ্রেক্ষিতে (সাধারণ) বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,১১,৪৭০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২৬,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৫৭। কাজের নাম ঃ** (১) 'হাওড়া ডিভিসনে শিকারীপাড়া এবং কুরভা স্টেশনের মধ্যে বারমাসিয়া স্টেশনে আইবিএইচ-এর ব্যবস্থার' জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (২) 'হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট ও পিনরগড়িয়া স্টেশনের মধ্যে আদলপাহাড়ী (হল্ট) স্টেশনে আইবিএইচ-এর ব্যবস্থার' জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৮,১৭,৫৭৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯৬,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-709/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/068(e)/2024-25 Date: 29.03.2025

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of Two nos. Compactor machine.

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/069(e)/2024-25 Date: 29.03.2025

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate numbers of skilled driver and unskilled labour for disposal of Carcass at 24x7 hour service. Documents download start date & Bid submission start date-**30.03.2025.** Bid Submission Closing Date-**16.04.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২০৭-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ** ২৭.০৩.২০২৫। **কাজের বিবরণ ঃ** নিউ কয়লাঘাট এবং রেলওয়ে বোর্ড (আই অ্যান্ড এস)-এর ডিজিএ/পূর্ব রেলওয়ে, সিডি অ্যান্ড টিএ, এফএ অ্যান্ড সিএও/কন, পিসিএসসি/পূর্ব রেলওয়ে, অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যালয় এবং ওল্ড কয়লাঘাট বিল্ডিং-এর অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৬,৪৩,৪৮১.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৭২,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২০৯-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** বিশরপাড়া কোদালিয়া থেকে পেট্রাপোল এবং বারাসাত-হাসনাবাদ শাখাগুলিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের ব্রেকডাউন / রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,৯৭,৪৮০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৬,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www. ireps.gov.in**।

SDAH-395/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মস্কোয় আয়োজিত ৮০তম বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন জিনপিং

মস্কো, ২৯ মার্চ: আগামী ৯ মে মস্কোয় আয়োজিত ৮০তম বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির থাকবেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন তিনি। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার উপ-বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রে রুডেনকো।

জিনপিংয়ের পাশাপাশি মস্কোর রেড স্কোয়ারে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে ভিয়েতনামের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা তো লামও হাজির থাকবেন বলে জানিয়েছেন রুডেনকো। তিনি বলেন, আরও কয়েক জন এশীয় রাষ্ট্রনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর কারা থাকবেন সে বিষয়ে প্রেসিডেন্টের দপ্তর চূড়ান্ত ঘোষণা করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালের এই তারিখেই সরকারি ভাবে সামরিক অভিযানে ইতি টেনেছিলেন অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্তালিন। এখনও রাশিয়া জুড়ে ৯ মে উৎসব পালিত হয়। মস্কোর রেড স্কোয়ারে হয় সামরিক কুচকাওয়াজ। ঘটনাচক্রে, গত কয়েক বছরে দক্ষিণ চিন সাগরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে চিনের সঙ্গে বারে বারেই ভিয়েতমানের সংঘাতে প্রকাশ্যে এসেছে। এই আবহে পুতিন আমন্ত্রণে এক মঞ্চে জিনপিং, লামের হাজিরার ঘটনা 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন অনেকেই।

মৃত্যু-নগরী হয়ে ওঠা ব্যাংককের রাস্তায় সন্তানের জন্ম দিলেন এক তরুণী

ব্যাংকক, ২৯ মার্চ: মায়ানমারের ভয়াল ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডেও। দুই দেশেই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এর মধ্যেই প্রকৃতির রোষে মৃত্যু-নগরী হয়ে ওঠা ব্যাংকের রাস্তায় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক তরুণী। শুক্রবার তীব্র কম্পনের পর হাসপাতাল থেকে অন্য রোগীদের সঙ্গে বাইরে বের করে আনা হয় ওই অন্তঃসত্ত্বাকেও। এর পর খোলা আকাশের নিচে ভূমিষ্ট হয় ফুটফুটে খুদে।

ভূমিকম্পের ফলে নিরাপত্তার কারণে ব্যাংককের ওই হাসপাতালের বহু রোগীকেই রাস্তায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। সেভাবেই বাইরে স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়েছিল তরুণীকে। শেখানেই প্রসব বেদনা উঠলে হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীদের সহযোগিতায় সন্তান প্রসব করেন তিনি। ভূমিকম্পের আতঙ্ক ও শোরগোলের মধ্যে খুদের জন্মানোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কম্পনের জেরে বিএনএইচ হাসপাতাল এবং কিং চুলালোংকর্ন মেমোরিয়াল হাসপাতালের রোগীদের স্থানীয় রাস্তায় ও পার্কে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে সেখানে রোগীদের দেখভাল করছেন দুই হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরা। আস্ত হাসপাতালই যেন শহরের পথে নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য, জোড়া ভূমিকম্পে 'মৃত্যুপুরী' হয়ে উঠেছে মায়ানমার। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। প্রকৃতির রোষে মায়ানমার-থাইল্যান্ডে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে হাজারের উপর মানুষ। আহত প্রায় ৩ হাজার। নিখোঁজ বহু। মৃত্যু আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা জুন্টা সরকারের। ইতিমধ্যে পড়শি দেশে ১৫ টন ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। এই দুঃসময়ে মায়ানমারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সহায়তা পাঠিয়েছে রাশিয়া-চিনও। এদিকে ভাইরাল হয়েছে ব্যাংককের একটি ৩০ তলা বাড়ির তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার ভিডিও। ওই বাড়ি ভেঙে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ শ-খানেক শ্রমিক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

১২৫-এ সুকুমার সেন : গুরুশিষ্য পরম্পরা

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে যেমন কবি-সাহিত্যিকদের অবদান রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিকদের সারস্বত সাধনা। এই ভাষাতাত্ত্বিকেরা ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ে ভাষাচর্চায় নিমগ্ন থাকেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) সুযোগ্য উত্তরসূরি সুকুমার সেনের অবদান অপরিমেয়। তাঁর সুদীর্ঘ দিনের সারস্বত কর্মসাধনার ফসলে বাংলা ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তিনি যেমন সুনীতিকুমারের কৃতকর্মের পর্যালোচনা করে তার সম্প্রসারণ তথা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনই তাঁর অপূর্ণতা পূরণেও সচেষ্ট হয়ে উদ্ভাবন করে গিয়েছেন নতুন দিগন্ত। তাই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক বাঙালিমাত্রেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

সুকুমার সেন ১৯০০-র ১৬ জানুয়ারি (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত অলোক রায়ের ‘সুকুমার সেন’-এর জীবনীতে জন্ম তারিখ ২০ জানুয়ারি।) উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানের মামার বাড়িতে জন্মেছিলেন। মামার বাড়িই ছিল তাঁর ধর্মকর্মের আবাস স্থল। ১৯১৯-এর ছাত্রজীবন থেকে ১৯৬৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সময় থেকে অবসর পর্যন্ত দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর ধরে তিনি মামার বাড়িতেই স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছেন। এরপর ১৯৬৪-র ১২ আগষ্ট ডালিমতলার ১০ নম্বর রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগর ভবনের একটি ফ্লাটে বাকিজীবন কাটিয়ে ১৯৯২-এর ৩ মার্চ-এ প্রায় বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী অসাধারণ মানুষটি তাঁর নশ্বরদেহকে ফেলে রেখে নিজেকে অবিনশ্বর করে গিয়েছেন। সুকুমার ছোটবেলায়ও একবার মারণব্যাধির শিকার হয়েছিলেন। তখন তাঁর ছয়সাত বছর বয়স। অবশেষে বহু চিকিৎসার ফলে তাঁর রোগের যেমন মুক্তি হয়, তেমনই তাঁর নামের মুক্তি ঘটে। গৃহদেবতার নামে নতুন নামকরণ হয় রঘুনাথ। শৈশবের অনিল নামটি যেমন বাতিল হয়েছিল, রঘুনাথও স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় অচল হয়ে পড়ে। তখন থেকে তাঁর সুকুমার নামটিই সচল হয়ে ওঠে। সুকুমার শারীরিক দিক দিয়ে সু-কুমার ছিলেন না, কিন্তু মনের দিক থেকে শ্রীকুমার হয়েছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভকরার পরেও অসমাপ্ত কাজ শেষ না করতে পারার জন্য তাঁর অনুশোচনার অন্ত ছিল না।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের রায়না থানার গোতান গ্রামে। সুকুমারের পূর্বপুরুষরা বর্ধমানের মহারাজের রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁর বাবা হরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৫-১৯৩৬) সেকালের সুশিক্ষিত মানুষ। তিনি ইংরেজিতে এম এ পড়া শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তিনি প্রথমে জেনারেল পোষ্ট অফিসের কাছে যোগ দিলেও পরে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। অবশেষে বারার (অন্নদাপ্রসাদ) ইচ্ছা মতো বি.এল পাশ (১৯০৪) করে বর্ধমানে ওকালতির জীবন শুরু করেন। তাই বলে ওকালতির ব্যবসায়িক দৃষ্টি তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি। এরমধ্যেও তিনি বাংলায় কবিতাও লিখতেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল তীব্র। তার ফলে তিনি অনায়াসে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারতেন। তাঁর এই পাঠতৃষ্ণা বড়ছেলে সুকুমারের (সুকুমারের দুই ভাই, এক দিদি ও দুই বোন ছিল।) উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুকুমারের মা নবনলিনী (১৮৮৮-১৯৬৯)ও বনেদী ঘরের মেয়ে। তিনি গোয়াবাগানেই থাকতেন। মাত্র দশবছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অথচ সুকুমার তাঁর মায়ের সম্পর্কে জানিয়েছেন, ‘যেমন বিচক্ষণ, তেমনি সহিষ্ণু, সর্বদা স্নেহশীল।’ এবং ‘মায়ের যে Sense of dignity ছিল তা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক নারীর মধ্যে খুঁজে পাইনি।’ ফলে সুকুমার বড় ঘরেই জন্মেছেন।

সুকুমার আগাগোড়াই ভালো ছাত্র ছিলেন। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৭) পাশ করে ‘মোহিনীমোহন মিশ্র মেডেল’ লাভ করেন। এরপর বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে সংস্কৃত, বাংলা ও গণিতে লেটারসহ আই এ পাশ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল গণিত। সেজন্য গণিতে তিনি অনার্সসহ সংস্কৃত নিয়ে বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু হোস্টেলে জায়গা না মেলায় সেখানে পড়তে পারেননি। শেষে তাঁকে গণিত ছেড়ে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল। তিনি গণিতের ওপর এতটাই বেশি অনুরাগী ছিলেন যে আমৃত্যু তার জন্য অনুশোচনা করেছেন। তাতে অবশ্য আমাদের লাভই হয়েছে। তা না-হলে আমরা এতবড়ধমাপের ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যের ইতিহাসবিদকে পেতাম না। কিন্তু তিনি ছিলেন জাত-গবেষক। তাই আই.এ পড়ার সময়েই সেখান থেকে সুকুমার Algebra নিয়ে গবেষণা করে ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি থেকে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর যে-কোনও নতুন বিষয়ে জানার প্রতি তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল। সেজন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স-এ প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হয়েও (১৯২১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ-তে সংস্কৃতের পরিবর্তে তৌলন ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) নিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সংস্কৃত তিনি নিজে থেকেই আয়ত্ব করতে পারবেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তৌলন ভাষাতত্ত্ব বিষয়টি ১৯১২ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু হয়। এই বিষয়ে প্রথম পরীক্ষার্থী ছিলেন প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)। এই বিষয়ে মাত্র দু-একজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতেন। কোনও বছরে ছাত্রই থাকত না। সুকুমার সেন যে বছর পরীক্ষা দিয়েছিলেন (১৯২৩), সে বছর দুজন পরীক্ষার্থী ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তৌলন ভাষাতত্ত্বের সুখ্যাত অধ্যাপক তথা গুজরাটি মনীষী ইরাক্ জাহাঙ্গির সোরাবজি তারাপুলওয়ালা সুকুমারকে চিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সুকুমারের সঙ্গে সুনীতিকুমারের সাক্ষাৎ হয়েছে আরও পরে। কারণ সুনীতিকুমার তখনও ইউরোপে

পড়াশোনা করছিলেন। সুকুমার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ছিলেন, সেই

১৯২২-এর নভেম্বরে সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। গুরু শিষ্য এতে অপরকে চিনে নিতে বেশি সময় লাগেনি। তাঁদের মধ্যে পারস্পারিক অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়।

সুনীতিকুমার ছাত্রদের ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন। অথচ এই ‘আপনি’ই আপন হয়ে উঠেছিল। সুকুমার সেনও গুরুকে অনুসরণ করে ছাত্রদের ‘আপনি’ বলতেন। আবার সুকুমারের একমাত্র আত্মজ সুভদ্রকুমারও ছাত্রদের আপনি বলে সম্বোধন করে থাকেন। যাইহোক সুনীতিকুমার তাঁর কৃতী ছাত্রটিকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে সুযোগ্য করে তুলেছিলেন। এমনকি গুরুশিষ্য একইসঙ্গে পড়াশোনাও করেছেন। ১৯২৪-এর নভেম্বরে শান্তিনিকেতনে নরওয়ের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ, প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ, প্রত্নলিপি-বিশারদ স্টোন কোনোর ধম্মপদ ও শক ভাষার ক্লাসে গুরুর প্রচেষ্টায় শিষ্যও উপস্থিত হয়েছিলেন। তিন-চার মাস ধরে দু’জনে শুক্রবার বিকেলে রওনা হতেন এবং সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরতেন। একসঙ্গে তাঁরা আশ্রমেও থেকেছেন। গুরুশিষ্যের নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় মেলে ১৯৪৬-এ নাগপুর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থায় লাজুক সুকুমারকে চা এনে দেন স্বয়ং সুনীতিকুমার এবং এঁটো কাপটিও শিষ্যের হাত থেকে অবলীলায় ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর গুরু। একথা স্মরণ করে সুকুমার সেন নিজেকে যেমন অপরাধী মনে করেছেন, তেমনই গুরুর নিরাভিমান চরিত্রের জন্য আনন্দ পেয়েছেন। একবার দিল্লী যাওয়ার সময় সুনীতিকুমার রাজধানী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট এসিতে নিজের লোয়ার বার্থটি সুকুমারকে ছেড়ে দিয়ে আপার বার্থে উঠে সারা রাস্তা পাড়ি দিয়েছিলেন। এভাবে শিষ্যকে নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে গুরু তাঁর শিষ্যকে কৃতজ্ঞ করে তুলেছেন।

সুকুমার সেন সুনীতিবাবুকে বলেছেন ‘সেথো’। ‘সেথো হলেন পুণ্যতীর্থের বাসিন্দা যিনি অজ্ঞ-অনভিজ্ঞকে পথ দেখিয়ে তীর্থে পৌঁছে দেন।’ সুনীতিকুমার সুকুমারের যথার্থ অর্থেই ‘সেথো’ ছিলেন। গুরুর কথাতেই শিষ্যটি যেমন চার্লি চ্যাপলিন-এর ছবি দেখেছেন, তেমনই মার্কিন লেখক ও হেনরি’র গল্প পড়েছেন। দুটিতেই রাশভারি শিষ্যটি পরম আনন্দ পেয়েছিলেন। আবার সুনীতিকুমারের জন্যই সুকুমার এত নিবিড় হয়ে ভাষা গবেষণায় সনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। সুকুমার প্রথমাবধি গবেষণা-অন্তপ্রাণ ছিলেন। সেজন্য তিনি সুযোগ পেলেই গবেষণায় মনোনিবেশ করতেন। তিনি এম. এ পরীক্ষায় দুটি লিখিত পত্রের পরিবর্তে ২০০ নম্বরের থিসিস পেপার নিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ‘Noun Syntax in the Aitareya Brahmin’। তিনি তাতে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার পরীক্ষকত্রয়ের দু’জন তারাপুরওয়ালা এবং সুনীতিকুমার। এই সুনীতিকুমারই এম. এ রেজাল্ট বের হওয়ার (১৯২৪) পর উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সুকুমারকে বিলেতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আশুতোষের অকালমৃত্যুতে সেই অনুরোধ আর কার্যকর হতে পারেনি। তাহলে গুরুর মতো শিষ্যও বিলিতি ডিগ্রি আনতে পারতেন। অবশ্য সেজন্য সুকুমারের মনে কোনও খেদ ছিল না। তিনি তারাপুরওয়ালা ও সুনীতিকুমারের মাধ্যমেই বিলেতের স্বাদ পেয়েছেন।

সুকুমার নিজেকে সবসময় গবেষণায় ব্যস্ত রাখবেন। এম.এ পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই ‘প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ’ ছাত্রবৃত্তি পাওয়ার জন্য গবেষণা শুরু করেছিলেন। বিষয় ছিল ‘কাঠক সংহিতায় কারকের ব্যবহার।’ এম এ পাশ করার পরের বছরেই তিনি সেই বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বৃত্তি পেয়েও তাঁর আর্থিক সুরাহা হয়নি। সেজন্য তিনি অন্য পথ না পেয়ে টিউশনিও করেছেন। এর মধ্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত বি.এ ক্লাসে পড়াবার জন্য অনারারি লেকচারার হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ১৯২৫ থেকে ১৩২ টাকা উপার্জনের এম.এ পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক সহায়তার জন্য সুনীতিকুমার অনেক চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সবসময় তা সফল হয়নি। তিনি সুযোগ্য শিষ্যটির জন্য যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তার সদ্ ব্যবহারে তৎপর হয়ে উঠেছেন। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র জন্য একদিন তিনি প্রিয় শিষ্যটিকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। সেই মতো সুকুমার সেন তাঁর সেই সময়ের গবেষণা বিষয় (‘ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির ভাষাবিন্যাস’) থেকে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই প্রবন্ধটি (শিরোনাম ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় গদ্য’) দেখে সুনীতিকুমার অন্ধস্নেহে ছাপিয়ে দেননি। সেদিন

তিনি গম্ভীরভাবে তরুণ শিষ্যটিকে জানিয়ে দেন, ‘এঃ---আপনি দেখছি বাঙলা ভালো লিখতে পারেন না।’ গুরুর ভর্ৎসনাই শিষ্যের আশীর্বাদ হয়ে গেল। সুকুমারের এতদিনের সঞ্চিত অহংকার (তিনি ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা থেকেই বাংলায় ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র ছিলেন।) উবে গেল। তার জন্য তিনি নতুন করে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাই তিনি সাধুভাষার আড়ষ্টতা কাটিয়ে সহজবোধ্য সাবলীল ভাষায় আবার প্রবন্ধটি লিখলেন এবং পত্রিকায় ছাপা হল (সাপ.প. ৩৩/৩, ১৩৩৩)। প্রসঙ্গত স্বরণীয়, সুকুমারের গদ্য সাধুভাষায় লেখা হলেও তা চলিত গদ্যের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ করে । এবিষয়ে তিনি যে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন ‘বাঙ্গালা সাহিতো গদ্য’ (১৯৩৪) বইটি লক্ষ করলেই বোঝা যায়। এখানেও তাঁর গুরুর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৬-এ সুনীতিকুমার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র পত্রিকাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি সুকুমার একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। সেইমতো সুকুমার তাঁর ‘সংস্কৃত প্রাকৃত ও বাংলা ভাষায় নারীর বাকরীতি’ গবেষণা বিষয় (এই বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে নিবন্ধ লিখে সুকুমার ১৯২৫-এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘আশুতোষ মুখার্জি মেডেল’ এবং নিবন্ধটি আরও বড় করে ১৯২৬-এ গ্রিফিত প্রাইজ ও মোয়াট মেডেলও পেয়েছিলেন।) থেকে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ‘বাংলায় নারীর ভাষা’ (সা.প.প. ৩৩/৪, ১৩৩৩)। সুকুমারের প্রতিটি গবেষণাই মৌলিক ও অভিনবও ।

ছেলেবেলায় সুকুমারের স্বপ্ন ছিল রেলের চালক বা গার্ড হওয়ার। কৈশোরে ভাবতেন নিউটনের মতো গণিতজ্ঞ হবেন। শেষপর্যন্ত তিনি হলেন ভাষাতাত্ত্বিক, ভারতবিদ্যা ও সাহিত্যগবেষক। সুনীতিকুমারই সুকুমারের জীবনের লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাচর্চার যথার্থভাবে শুরু করেছিলেন। তাঁর ‘The Origin and Development of the Bengali language’ (১৯২৬) ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ‘ঐতিহাসিক’ ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণচর্চায় বইটি আজও অবিকল্প আকরগ্রস্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। হ্যালহেডসাহেব থেকে রামমোহন রায় হয়ে অনেক ব্যাকরণবিদ বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিলেও বাংলা ভাষাচর্চার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে O.D.B.-ই প্রথম লেখা ব্যাকরণ। সুনীতিকুমারের পাশাপাশি আরও দু’জন ভাষাতাত্ত্বিক তারাপুরওয়ালা ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশেষভাবে স্মরণীয়। এরপরেই যার নাম করতে হয় তিনি অবিসংবাদিত বাংলাভাষাবিদ সুকুমার সেন। তিনি ১৯৩০-এর জানুয়ারি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৌলন বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের উপাধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনিই প্রথম বাংলাভাষায় বাংলাভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সূচনা করেন। কিন্তু বিষয়টি পড়ানোর জন্য উপযুক্ত বইপত্র না থাকায় তিনি নিজেই সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁরই চিন্তাপ্রসূত ফসল ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ (১৯৩৯)। তাঁর এই ব্যাকরণ বইটি আজও বাংলা ভাষাচর্চার আকর গ্রন্থ হিসাবে বিশেষভাবে সমাদৃত। বইটিতে সুকুমার সুনীতিকুমারকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনেক বিষয়ের অবতারণাও করেছেন। যেমন, বাড়খণ্ডী উপভাষা একান্তই সুকুমারের সংযোজন। এছাড়া নিভাষা, সুভাষণরীতি প্রভৃতি পরিভাষাও সুকুমারের তৈরি । আবার ‘ভাষাবিজ্ঞান’-এর পরিবর্তে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদদের ব্যবহৃত ‘শব্দবিদ্যা’ শব্দটির প্রচলন তাঁরই করা।

সুনীতিকুমার সুকুমারের ব্যাকরণজ্ঞানের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। এম. এ পরীক্ষায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের সময় সুকুমার প্রশ্নপত্রে একটি বাক্যগঠনে সামান্য ভুল বিষয়ে পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সুনীতিকুমার ছাত্রের সেকথা গর্ব করে বলতে দ্বিধা করতেন না। সুকুমারও সুনীতিকুমারকে অত্যন্ত বেশি রকমের শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ‘ভারতকোষ’-এর প্রথম খণ্ডটির ভালোমন্দ বিচারের জন্য আহুত সভায় সভাপতি সুনীতিকুমারের কথায় সুকুমার সেন বলতে উঠে বইটির পাতার পর পাতায় ভুল বের করে দেখান এবং বলেন, ‘এটা হয়েছে কী?’ সুনীতিকুমার নীচু গলায় জানালেন, এরকম ভুল মারাঠি কোষেও আছে। শিষ্যটি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন বলেছিলেন, ‘মারাঠি কোষের প্রধান সম্পাদক কি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়?’ এতে গুরু সেদিন ভর্ৎসিত হয়েও দুঃখ পাননি। কারণ, শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধাবোধে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর O.D.B.L ছাপার সময়ে ছাত্রের ‘সব’ শব্দ বহুত্ববাচক ‘সভা’ শব্দের প্রভাবে ‘সাব’ না হয়ে ‘সব’ হওয়ার যুক্তি সকৃতজ্ঞতায়

বইটিতে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, সুনীতিকুমার প্রয়োজনবোধে তাঁর যে-কোনও সংস্কৃত রচনাই সুকুমারকে দেখিয়ে নিতেন। আবার সুকুমার সেন বলতেন ‘আমি বই লিখি একজন পাঠককে কল্পনা করে। তিনি সুনীতিকুমার।’ গুরু-শিষ্যের এহেন গভীর আস্থাশীল সম্পর্ক সত্যিই বিরল।

সুকুমার সেন শুধুমাত্র ভাষা নিয়েই নয়, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে সুদক্ষতায় গবেষণা করেছেন। সেক্ষেত্রেও সুনীতিকুমারের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁরই প্রস্তাবে সুকুমার ১৯২৭ সালে ‘সেকশুভোদয়া’ পুথিটি সম্পাদনা করেন। গুরু আজ্ঞায় সুকুমার আরেকটি কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সেটি হ’ল নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘ব্রজবুলি পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস বাঙালি ছিলেন না’ এই দাবির প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখা। সেই প্রবন্ধটি সুনীতিকুমারের সুপারিশে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’য় ছাপা (১৩৩৬) হয়েছিল। সুকুমার কাজদুটি করেই সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনবোধ করেন। যার ফসলই হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’। ১৯৪০ ছেতে ১৯৫৮ সাল প্রায় ১৯ বছর সময় নিয়ে প্রকাশিত বইটি বাংলা সাহিত্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশের (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত) তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ ইতিহাস। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মংপু থেকে বইটির প্রথম সংস্করণের প্রথম ৫২ পৃষ্ঠা পড়ে সুনীতিকুমারকে লেখা চিঠিতে (৪/৪/৪০) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বইটি আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অবিকল্প আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্বয়ং সুনীতিকুমারই শীতের এক বিকেলে ন্যাশনাল লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে তাঁর প্রিয় শিষ্যের বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, ‘সুকুমারবাবু, আপনার সাহিত্যের ইতিহাসই ‘last word’ মন্তব্যটি অত্যুক্তি কিনা সেবিষয়টির চেয়ে শিষ্যের প্রতি গুরুর এহেন আস্থায় বিস্ময় জাগাই স্বাভাবিক। এভাবে গুরুর উৎসাহে প্রিয় শিষ্যটি এগিয়ে চলার সৎ সাহস পেয়েছিলেন। ফলে সুকুমার আবার তাঁর ‘ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস’ (১৯৬২)-এ ভারতের সামগ্রিক সাহিত্যের ইতিহাস তুলে ধরে পাঠকদের জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বইটির জন্য তিনি ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (১৯৬৩) পেয়েছিলেন।

সুকুমারও সুনীতিকুমারের মতো বহুভাষাবিদ ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ প্রাক্তন সহকর্মী তথা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর হিসাবে তিনি সতেরোটি প্রাচীন ও দশটির মতো আধুনিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন (‘আচার্য সুকুমার সেন ও বঙ্গসংস্কৃতি’, ‘দেশ’ ৪ এপ্রিল ২০০১)। এছাড়া শ্রী রায়চৌধুরীর মতে সুকুমার সেন তাঁর দীর্ঘ ছেষট্টি বছরে ৪৯টি বাংলা, ২৮টি ইংরেজি বই লিখেছেন। এছাড়া ২০০টি বাংলা ও ১৬২টি ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়া অলোক রায়ের প্রদত্ত তথ্যে সুকুমারের সংকলিত, সম্পাদিত ও অনূদিত বইয়ের সংখ্যাও ২৬টির বেশি। বহু প্রশাসা ও পুরস্কারেও সুকুমারকে বিচলিত করতে পারেনি। গুরুর মতোই তিনি ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নিরলসভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। সরাসরি কারও প্রশংসা শুনলে তিনি অবিচলিত না-হয়ে বলতেন ‘দালালি করছেন কেন’ গোছের নিরস বাক্য। আবার ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্ত দাসের বিদ্রুপও অবলীলায় উপেক্ষা করে বলতেন ‘ওতো লিখবেই, ওবে কিছু লেখে

না’। তিনি ছিলেন রাশভারি মানুষ । তাঁর অত্যন্ত জেদি প্রকৃতির দৃঢ় মানসিকতাই তাঁকে নিরস অথচ কঠোর পরিশ্রমে সচল রেখেছিল। দিনের পর দিন তিনি শারীরিক পীড়নকে উৎপক্ষা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুরনো পুথি, বইপত্র পাঠ করে গবেষণাকে নিপুণ করে তুলেছেন। সুনীতি কুমারের মতো তিনিও ‘ব্যাকরণিয়া’ হয়ে পরিচিতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ থেকেছেন। গুরু যদি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কৃষ্ণগহ্বর থেকে বাংলাভাষাকে আলোর সংকেত দিয়ে থাকেন, শিষ্য তবে সেই আলোকের দীপ্তি বাড়িয়ে বাংলাভাষাকে গবেষণার মাধ্যমে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন।

সুকুমার ছিলেন সর্বার্থেই গবেষক। তাঁর যে-কোনও বইয়েই তার ছাপ রয়েছে। তাঁর রেলে পা-চালি’ (১৯৯০) বই-এ একটি অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। সেটি হ’ল রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম রেলে চড়েছেন (ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুর পর্যন্ত)। আবার ‘কলিকাতার কাহিনী’ (১৯৯০)-তে তিনি বিভিন্ন প্রকার মিস্টির বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি যখন গোয়েন্দা গল্প লেখেন, তাতেও গবেষণার ছাপ রয়েছে। তাঁর প্রিয় কবি কালিদাসের মধ্যেই তিনি গোয়েন্দা গল্পের সন্ধান দিয়েছেন। এমনকি, তাঁর দু’পর্বে বিন্যস্ত আত্মজীবনী ‘দিনের পরে দিন যে গেল’ (প্রথম পর্ব ‘যখন তরুণ ছিল অরুণ আলো’ আগষ্ট ১৯৮২-তে এবং দ্বিতীয় পর্ব ‘পথে পথে পাথর ছড়ানো’ বৈশাখ ১৩৯৩-এ প্রকাশিত)ও শুধুমাত্র আত্মকথায় পরিপূর্ণ নয়, গবেষণার কথাতেও ঋদ্ধ। সুকুমারের এই গবেষণা মানসিকতাকে সুনীতিকুমার চাগিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে গুরুর অনেক কাজ শিষ্যটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন করেছেন।

সুনীতিকুমার প্রিয় শিষ্যটি সম্পর্কে কত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন, তাও জানা যায় তাঁর শিষ্য-প্রশস্তিতে। চারটি স্তবকে সজ্জিত প্রশস্তির শেষ স্তবকটি হ’ল ‘জিজ্ঞাসূনাং সুহৃচ্ছেষ্ঠঃ সন্দেহানাং নিরাসকঃ/ আত্মমর্যাদয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া চ সমন্বিতঃ।।/গৌরভাক্ সুকুমারো জীব্যাদ বৈ শরদঃ শতম্।।’ এভাবে শিষ্য-প্রশস্তি কল্পনাই করা যায় না। আবার সুকুমারও তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’-এর তৃতীয় খণ্ডে (প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১বৈশাখ ১৪০১) গুরুবন্দনায় উদ্ধৃত করেছেন ‘যাঁহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত/ তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত।’ সুনীতিকুমার সেই অগৌরবেই শিষ্যের গৌরবের পথকে প্রশস্ত করেছেন। আবার সুকুমারও গুরুগৌরবকে পাথেয় করো সেই পথকে মহিমান্বিত করেছেন। ফলে গুরু-শিষ্যের এই পথ ও পাথেয় নিবিড় সম্পৃক্ততায় অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদেয় ‘ভাষাচার্য’ অভিধা যেমন সুনীতিকুমারের বরমাল্য, তেমনই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত (১৯৩০) সুনীতির ‘ভালো চেলা’ শিরোপাও সুকুমারের যথার্থ বিশেষণ।

কবিতা

চরৈবেতি

শান্তনু রায়

ধেয়ে চলা আশ্চর্য উদাসী এ জীবন-
অনিশ্চিত সাপলুডোয় হিসেবি যাপন।
জেতা-হারা, পাওয়া-নাপাওয়ার সদা রণ
মুখোশের ভীড়ে না মেলে হিসেব অনুক্ষণ ।।
‘রোদ্দুর’-অভিলাষী এ মন -বিফলে
হয়ত হয় হতাশ ক্ষণিকের তরে ,
পাথর ছড়ানো জীবন পথে-মুখোশের মিছিলে -
গভীর গোপনে রক্তাক্ত মনোবেদনে ।
তবু অসহ বিপন্নতার মাঝেও ঋজু শিরদাঁড়া
সংবেদী বোধে নিয়ত জীবন-অন্বেষণে ।।

সময়ের স্রোত- জীবনের অফুরান সমাহার
স্নিগ্ধ শিশির আর বিষন্ন বিকেল-বহে যাওয়া
‘আনন্দধারা’য় নতুন ভোরের স্বপ্নে দীপ্ত বারবার
সঘন আঁধারেও নয় এ জন্মের স্বেচ্ছা-প্রত্যাহার।।

মানুষ, শীতঘুমে চলে যাবে

রবীন বসু

ধ্বনি থেকে বাক্যের জন্ম দিয়ে যে নদীটি মরে গেছে
তার কঙ্কালের খোঁজে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চলছে।
পাখিরা নিবর্বাক দেখে যাচ্ছে শুধু, বৃক্ষও;
তাদের পালক ও পাতা পরস্পর আলোচনা করে
পরবর্তী জীবন কেমন হবে!
ফসিল অন্ধকারে সাঁতরাচ্ছে মানুষ, মাটি আর সভ্যতা!
কোথাও অক্সিজেন কমে আসছে, প্রাণবায়ু শেষ;
নিমিত্তের ফাঁক গলে ‘জবাকুসুম সঙ্কাশং’ সূর্যদেব
তাঁর রথ যদি থামিয়ে দেন! বিপুল অন্ধকারে ডুবে যাবে
পৃথিবী, নক্ষত্রলোক আর সমুদয় বিশ্বাস!
হয়তো প্রার্থনা শুরু করবে নদী বৃক্ষ পাখিরা;
শুধু স্বার্থপর মানুষ, যারা একদিন এই সভ্যতা সৃষ্টি
করেছিল, তারা অসহায় এক শীতঘুমে চলে যাবে!

চলো যাই

সাগর মাহাত

অন্তঃসারশূন্য যৌবনে তুমি ঘেঁটুফুলের বসন্ত
নিয়ে এসে লালিত করলে স্বপ্ন
গন্তব্য না পাওয়া দুটো পা গন্তব্য পেলে
কানায় কানায় পূর্ণ হলো নদী বুক।

তুমি সমস্ত নষ্ট মহাকাব্যের পাতা ছিঁড়ে
বকের ডানায় পাপড়িমেলা ভোর আনলে
আমি তোমার প্রেমে নাগর হই
এই বসন্ত রাঙা পলাশের বনে।

চলো প্রিয় বসন্ত পরশে জীবন রাঙায়
হারিয়ে যায় এই মাটির ঝুমুইরে
সব মৌনতা ভেঙে পাড়ি জমাই
টাঁড়ে-টিকড়ে, শালের বনে; প্রেমমুলুকে।